বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

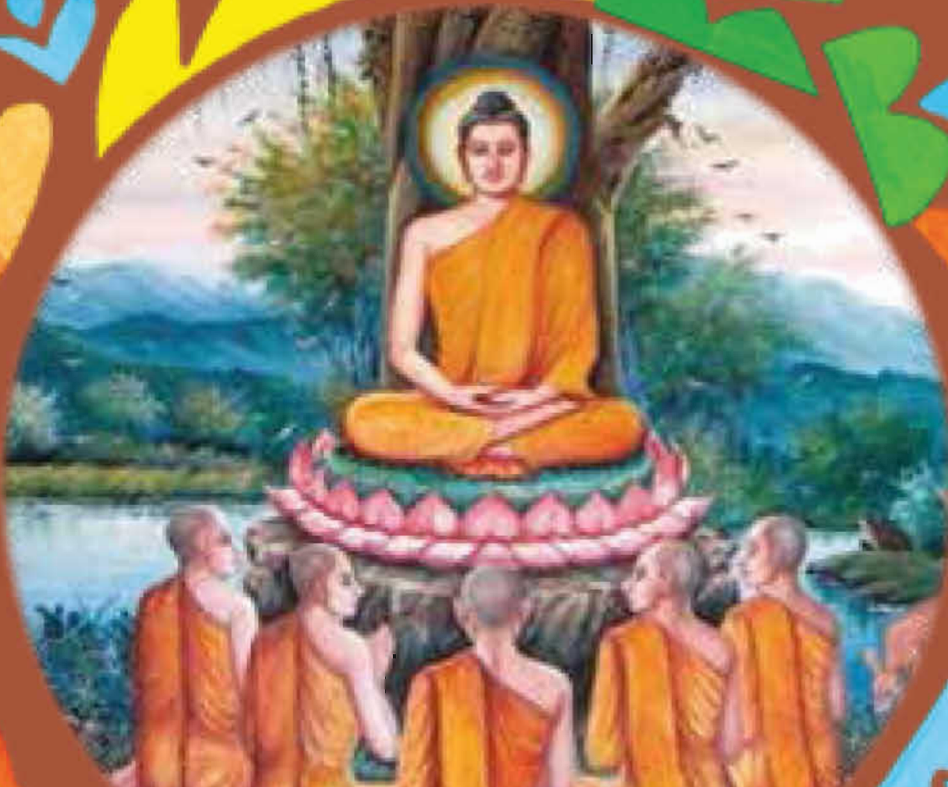

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে চতুর্থ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

চতুর্থ শ্রেণি

রচনা ও সম্পাদনা
প্রফেসর ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া
প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া
শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহাথের
ড. জগন্নাথ বড়ুয়া

শিল্প সম্পাদনা
হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৯

চিত্রাঙ্কন

মোঃ আব্দুল মোমেন মিল্টন

গ্রাফিক্স

বিপ্লব কুমার দাস

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনার আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক স্তরে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বুদ্ধবাণীর মূলশিক্ষা নৈতিকতা বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছে। শিক্ষার্থীরা মানবিক গুণে গুণান্বিত ও বিকশিত হয়ে ভবিষ্যতে পরিবার, সমাজ ও জন্মভূমি বাংলাদেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসুক-এটাই আমাদের একান্ত কামনা। বুদ্ধের জীবনী, শীল (নৈতিক শিক্ষা), তীর্থস্থান, জাতকের গল্প প্রভৃতি উপদেশমূলক তথ্য এবং পাঠভিত্তিক চিত্র শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার সারাদেশে সকল শিক্ষার্থীর নিকট প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল, এসএসসি ভোকেশনালসহ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম শুরু করে, যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হবে বলে আশা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধ	১–৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	ত্রিরত্ন বন্দনা	১০–১৫
তৃতীয় অধ্যায়	আহার ও পানীয় পূজা	১৬–২১
চতুর্থ অধ্যায়	উপোসথ শীল	২২–২৮
পঞ্চম অধ্যায়	ত্রিপিটক পরিচিতি : সূত্র পিটক	২৯–৩৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	কুশল ও অকুশল কর্ম	৩৫–৩৯
সপ্তম অধ্যায়	গৌতম বুদ্ধের শিষ্য–প্রশিষ্য	৪০–৪৮
অষ্টম অধ্যায়	জাতক পরিচিতি	৪৯–৬৩
নবম অধ্যায়	পূর্ণিমা ও পার্বণ	৬৪–৭০
দশম অধ্যায়	তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান	৭১–৮১
একাদশ অধ্যায়	ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি	৮২–৮৭
দ্বাদশ অধ্যায়	প্রকৃতি ও পরিবেশ	৮৮–৯৩

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ

দুই হাজার পাঁচশত বছরের আগের কথা। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের রাজার নাম ছিল শুদ্ধোদন। রানির নাম ছিল মহামায়া বা মায়াদেবী। এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহামায়া পালকি চড়ে বাপের বাড়ি দেবদহ যাচ্ছিলেন। রানি লুম্বিনী উদ্যানে পৌঁছলে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজা শুদ্ধোদন পুত্র জন্ম হওয়ায় খুশি হলেন। রাজা-রানির মনোবাসনা সিদ্ধ হওয়ায় শিশুর নাম রাখলেন 'সিদ্ধার্থ'। রাজা শুদ্ধোদন নবজাত পুত্রের ভাগ্য গণনা করার জন্য গণক ডাকলেন। গণকেরা গণনা করে বললেন, যদি এ কুমার সংসারে থাকেন, তবে রাজ চক্রবর্তী হবেন। আর যদি সংসার ত্যাগ করেন তা হলে বুদ্ধ হবেন। কিন্তু একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন, এ নবজাত শিশু নিশ্চয়ই বুদ্ধ হবেন।

গণকেরা আরও বললেন, এ রাজকুমার জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী দর্শন করে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবেন। এ চার নিমিত্ত যাতে কুমারের চোখের সামনে না পড়ে, সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করেন। রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমারের জন্য তিন ঋতু উপযোগী তিনটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদের ভেতরে রাজকুমারের মনোরঞ্জনের জন্য আমোদ–প্রমোদের ব্যবস্থা করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ উনিশ বছরে পদার্পণ করেন। কুমার যাতে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ না করেন, সেজন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রস্তুতি নেন। একদিন রাজ্যের বিবাহযোগ্য যুবতীরা রাজকুমারের সামনে আসল। তারা রাজকুমারের হাত হতে উপহার গ্রহণ করল। সর্বশেষ দণ্ডপানির কন্যা যশোধরা গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে আসল। রাজকুমার যশোধরাকে নিজ হাতের অঙ্গুরি আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন। পরে যশোধরার সাথে কুমার সিদ্ধার্থের বিয়ে হয়। রাজপুত্রকে সংসার জীবনে আবদ্ধ করতে পারায় রাজা আনন্দ অনুভব করলেন।

বিয়ের পর রাজকুমার সিদ্ধার্থের দিন আনন্দে কেটে যাচ্ছিল। এদিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছরে পদার্পণ করলেন। অনেক দিন পর রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ইচ্ছা হলো। রাজা রাজকুমারের নগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন।

রাজকুমার সারথি ছন্দককে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে নগর ভ্রমণে বের হলেন। প্রথম দিন

রাজকুমার সিদ্ধার্থের চার নিমিত্ত দর্শন

রাজকুমার নগরের পূর্বদিকে ভ্রমণে গেলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর কুমারের চোখের সামনে একজন জরাগ্রস্ত মানুষ চোখে পড়ল। লোকটি লাঠি ভর করে চলছিল। থরথর করে কাঁপছিল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লোকটি কে?' তখন ছন্দক বলল– প্রভু এ লোকটি জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি। আপনাকেও একদিন জরাগ্রস্ত হতে হবে। রাজকুমার এ কথা শুনে মর্মাহত হলেন। সেদিন দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন।

দ্বিতীয় দিন নগরের দক্ষিণ দিকে ভ্রমণে বের হলেন। সেদিন দেখলেন, একজন ব্যাধিগ্রস্ত লোক। রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন এ লোকটি ব্যাধিগ্রস্ত। একদিন তাঁকেও ব্যাধিগ্রস্ত হতে হবে। সেদিনও রাজকুমার দুঃখিত মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় দিন নগরের পশ্চিম দিকে নগর ভ্রমণে বের হয়ে একটি মৃত ব্যক্তি দর্শন করলেন। তাকে চারজন লোক কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছিল। অনেক লোক কাঁদছিল। কুমার সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করে জানলেন, একদিন তাঁকেও মরতে হবে। সেদিনও কুমার সিদ্ধার্থ মনে দুঃখ নিয়ে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসলেন।

২০২৫

চতুর্থ দিন নগরের উত্তর দিকে ভ্রমণে বের হন। সেদিন একজন গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসী দেখে পুলকিত হলেন। কুমার সিদ্ধার্থ ভেবে সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথিবীর দুঃখ মুক্তির জন্য তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। পরে তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। রাজপ্রাসাদে ফিরে এসে সংবাদ পেলেন, তাঁর একটি পুত্র জন্ম নিয়েছে। পুত্রের জন্মের সংবাদ শুনে বলে উঠলেন, রাহু আমায় গ্রাস করতে এসেছে।

রাজকুমারের মুখে রাহু কথা শুনে নবজাত শিশুর নাম রাখা হলো রাহুল। রাজকুমার সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর হাত হতে কীভাবে মুক্ত হবেন নির্জনে বসে বসে ভাবছিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি। চাঁদের আলোতে সমস্ত নগর আলোকিত। সিদ্ধার্থ এখনই গৃহত্যাগের উপযুক্ত সময় মনে করে সারথি ছন্দককে ডাকলেন। ছন্দক কন্থক নামক অশ্ব সাজিয়ে আনে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ যশোধরার শয়নকক্ষে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে নবজাত সন্তানকে এক নজর দেখেন। পরে গভীর রাতে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও সারথি ছন্দক অশ্বে আরোহণ করেন। ভোর বেলায় অনোমা নদীর তীরে গেলেন। গায়ের রাজপোশাক খুলে ছন্দককে বিদায় দেন। ছন্দক বিষণ্ন মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসেন। এরপর সিদ্ধার্থ তলোয়ার দিয়ে নিজ মাথার চুল কেটে ফেলেন। সে চুল আকাশে উড়িয়ে দেন। দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে বিহারে স্থাপন করেন।

রাজকুমার সিদ্ধার্থ মুক্তি লাভের আশায় এক আশ্রম হতে অন্য আশ্রমে যাচ্ছিলেন। প্রথমে যান আড়ার–কালাম নামক একজন ঋষির আশ্রমে। সেখান থেকে গেলেন রুদ্রক রামপুত্রের আশ্রমে। তাঁদের নিকট মুক্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা না দেখে, নিজেই সাধনা করবেন বলে সংকল্প গ্রহণ করলেন। এরপর কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামক পাঁচজন সাধকের সঙ্গে সাধনা করলেন। কিন্তু পরে তাদের ত্যাগ করে গয়ার দূরবর্তী ডুঙ্গেশ্বরী নামক এক পাহাড়ের গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। আহার–নিদ্রা ত্যাগ করে সাধনা আরম্ভ করেন। শরীরের রক্ত-মাংস শুকিয়ে যায়। চলন শক্তি হারিয়ে ফেলেন। শরীরের কঙ্কালসার দেখা দেয়।

এ কঠোর তপস্যার দ্বারা শরীর দুর্বল হয়ে যায়। তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ চিন্তা করলেন আত্ম নিগ্রহ দ্বারা এবং অতি ভোগের দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। মধ্যম পথই সাধনার জন্য উত্তম হবে মনে করে সেনানী গ্রামের দিকে রওনা হলেন। তখন হতে রাজকুমার সিদ্ধার্থ অল্প অল্প আহার গ্রহণ করতে লাগলেন। এ কারণে গায়ে শক্তি ফিরে পেলেন।

২০২০

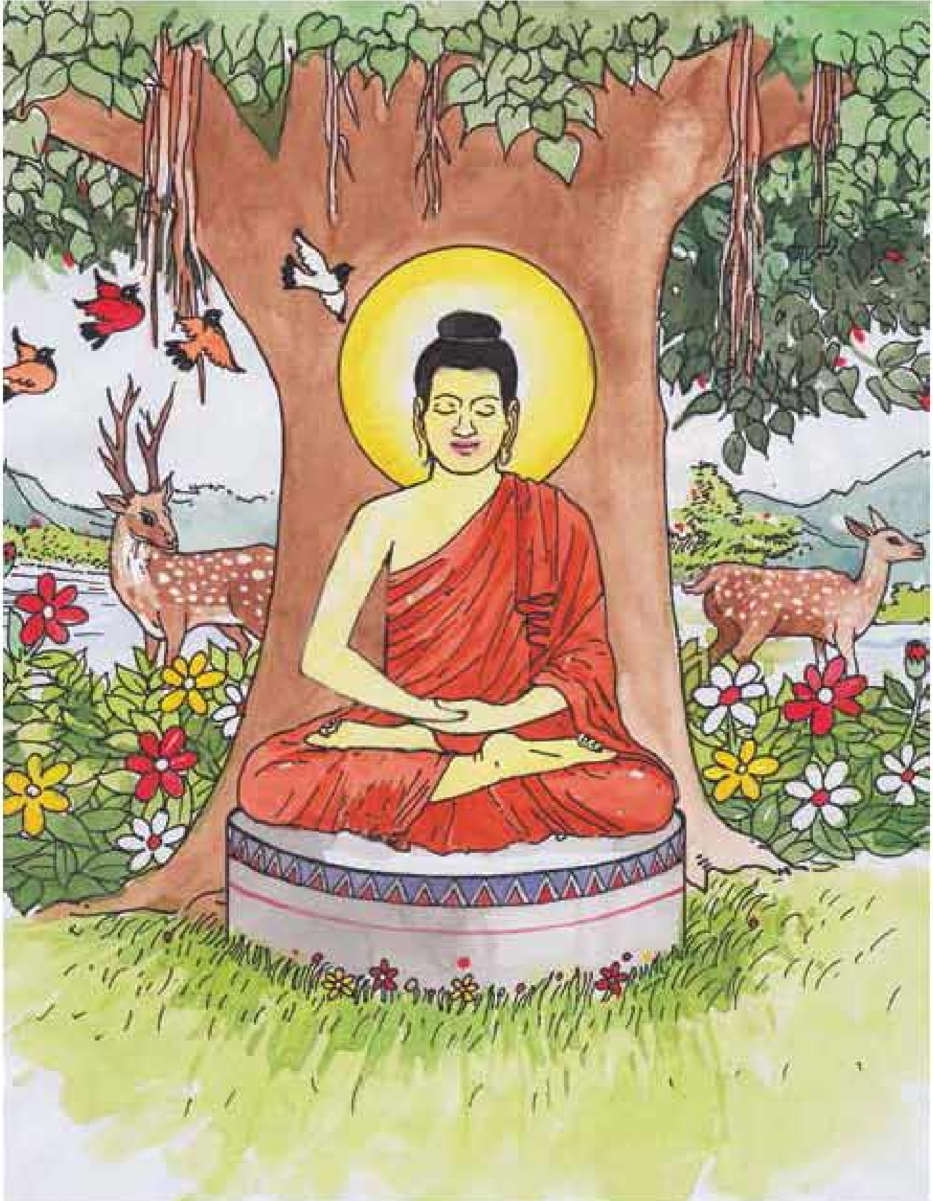

কঠোর সাধনারত সিদ্ধার্থ গৌতম

সেনানী গ্রামে এসে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে বসলেন। সে সেনানী গ্রামের কুলবধূ ছিলেন সুজাতা। বিয়ের পর প্রথম গর্ভে যদি পুত্র সন্তান লাভ হয় তা হলে বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেবেন।

সুজাতার পূর্ণা নাম্নী এক দাসী ছিল। তিনি পূর্ণাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ তলা পরিষ্কার করার জন্য আদেশ দেন। পূর্ণা দাসী অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় গৌতম সিদ্ধার্থকে দেখল। বাড়িতে গিয়ে সুজাতাকে অশ্বত্থ বৃক্ষের গোড়ায় বৃক্ষ দেবতা বসে আছেন বলে জানাল। সুজাতা তাড়াতাড়ি সোনার থালায় পায়সান্ন নিয়ে বৃক্ষ দেবতার সামনে গেলেন। দেবতাকে বন্দনা করে পায়সান্ন দান করলেন। গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্ন ভোজন করলেন। সুজাতা সন্তুষ্ট হয়ে দেবতাকে বললেন, 'হে দেবতা! আমার পুত্রের যাতে মঙ্গল হয়, সেজন্য আশীর্বাদ করুন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ বললেন, উপাসিকা! তোমার আশা পূর্ণ হোক।'

এরপর গৌতম সিদ্ধার্থ পায়সান্ন ভোজন করে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নান করেন। স্বর্ণ থালাটি নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে অধিষ্ঠান করেন। যদি আমি বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারি, তাহলে

সিদ্ধার্থ গৌতমকে সুজাতার পায়সান্ন দান

থালাটি যেন ভাটিতে চলে যায়। তাঁর ইচ্ছানুসারে থালাটি ভাটিতে চলে গেল। তিনি যে বুদ্ধত্ব লাভে সক্ষম হবেন এতে নিশ্চিন্ত হলেন।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। জ্যোৎস্নার আলোতে সমস্ত পৃথিবী ঝলমল করছিল। এমন সময় গৌতম সিদ্ধার্থ সন্ধ্যা বেলার পূর্বে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে উরুবিল্ব গ্রামে যান। সেখানে

একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। গৌতম সিদ্ধার্থ অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বজ্রাসনে পূর্বমুখী হয়ে উপবেশন করেন।

আসনে উপবেশন করে সংকল্প গ্রহণ করলেন–
"এ আসনে দেহ মোর যাক শুকাইয়া,
অস্থি চর্ম মাংস সব যাক বিনাশিয়া;

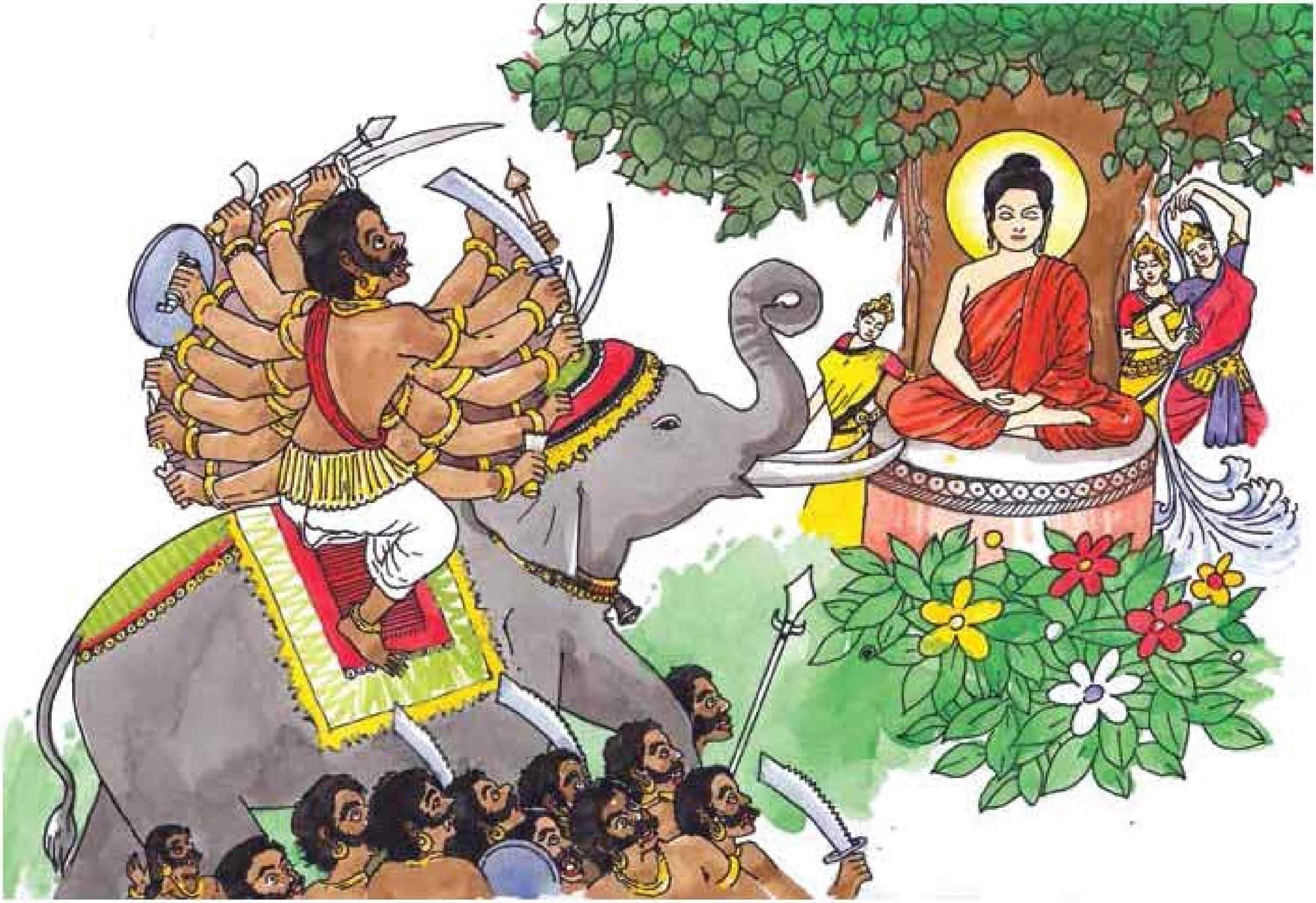

বোধিবৃক্ষের নিচে মার বিজয়ী বুদ্ধ

না লভিয়া বোধিজ্ঞান দুর্লভ জগতে,
টলিবেনা দেহ মোর এ আসন হতে।"

এ সময় পাপমতি মার ভীষণ আকৃতির গিরিমেখলা নামক হস্তীর পীঠে আরোহণ করে। পরে হুংকার দিয়ে গৌতম সিদ্ধার্থের সামনে আসে। সহস্র হস্তে অস্ত্র ধারণ করে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য ভয় দেখাচ্ছিল। সিদ্ধার্থের ওপর উত্তপ্ত শিলা নিক্ষেপ করছিল। কিন্তু মারের সব আক্রমণ ব্যর্থ হলো। গৌতম সিদ্ধার্থ সংকল্পে অবিচল রইলেন। পাপমতি মার দিশেহারা হয়ে আপন কন্যা রতি, আরতি ও তৃষ্ণাকে গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য আদেশ দিল। কিন্তু মারের কন্যারা কোনোভাবেই গৌতম সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করতে পারেনি। পরে মার ধ্যান ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে সসৈন্যে গৌতম সিদ্ধার্থের সম্মুখ হতে পালিয়ে যায়।

গৌতম সিদ্ধার্থ এভাবে মার বিজয় করেন। পুনরায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। সেদিনও বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ পশ্চিম গগনে অস্ত যাচ্ছিল। তিনি সে পূর্ণিমা রাতের তৃতীয় যামে– সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয় করে ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন। তখন গৌতম সিদ্ধার্থের বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। সমস্ত পৃথিবীতে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ করে আনন্দে বুদ্ধ এ উদান গাথা উচ্চারণ করলেন–

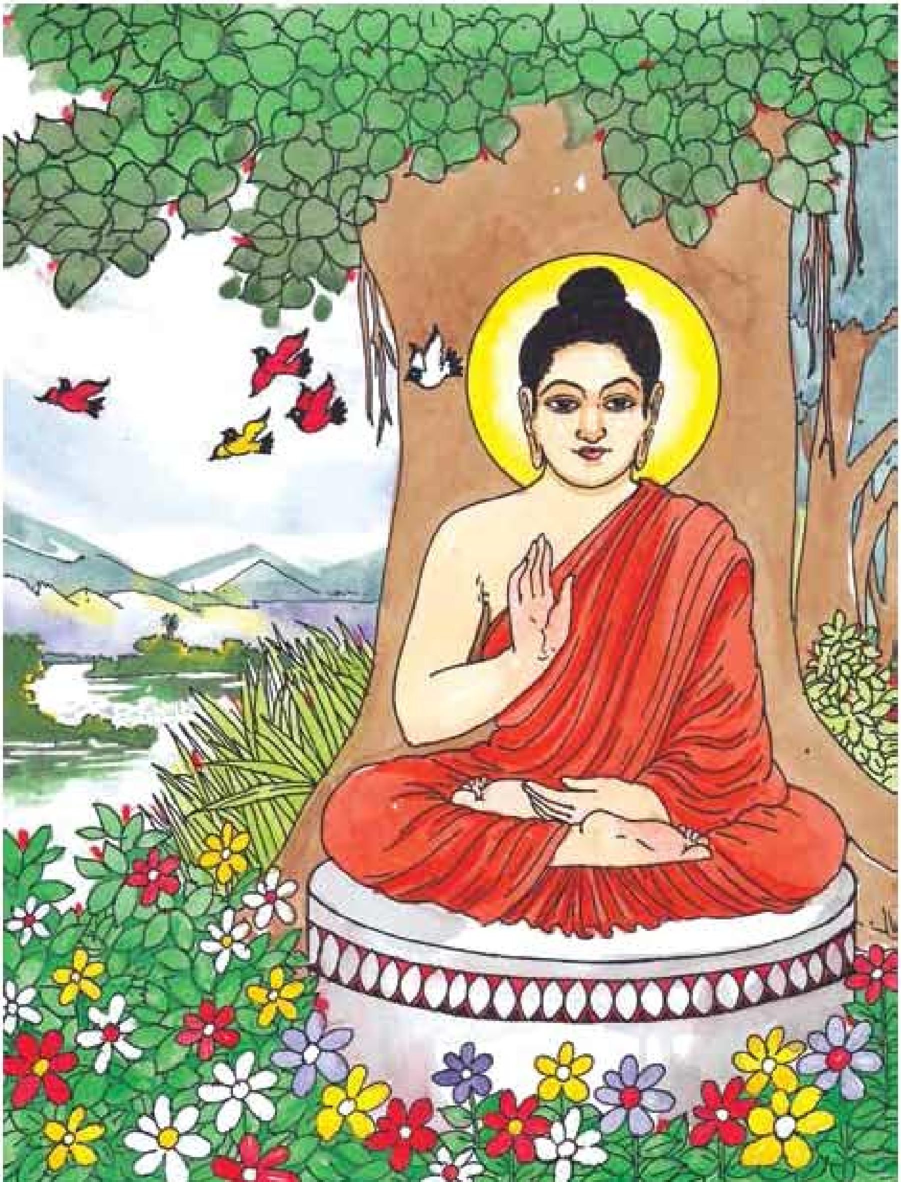

সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভ

"পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবে রচিবারে আর;

ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ চুরমার গৃহ ভিত্তিচয়।
সংস্কার বিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পেয়েছে ক্ষয়।"

ছয় বছর কঠোর সাধনার পর বুদ্ধ হলেন। বুদ্ধ হয়ে আপন জ্ঞানের আলোতে জগদ্বাসীকে আলোকিত করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কত বছর বয়সে কুমার সিদ্ধার্থ বিবাহ করেন?

ক. পনের বছরে　　খ. উনিশ বছরে
গ. একুশ বছরে　　ঘ. পঁচিশ বছরে

২. কুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণের সময় কয়টি দৃশ্য দেখেছিলেন?

ক. চারটি　　খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি　　ঘ. সাতটি

৩. কন্থক কিসের নাম?

ক. হাতি　　খ. অশ্ব
গ. গাধা　　ঘ. গরু

৪. কুমার সিদ্ধার্থ কত বছর কঠোর সাধনা করেন?

ক. ছয় বছর　　খ. সাত বছর
গ. আট বছর　　ঘ. নয় বছর

৫. কে সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন?

ক. বিশাখা　　খ. গৌতমী
গ. সুজাতা　　ঘ. হেমলতা

৬. মানুষের জন্মের কারণ কী?

ক. তৃষ্ণা　　খ. বিলাসিতা
গ. ভোগ　　ঘ. সুখ

২০১৯

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আর যদি .... ত্যাগ করেন তাহলে বুদ্ধ হবেন।
২. একজন .... লোক রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করছে।
৩. দেবতারা সে চুল গ্রহণ করে .... স্থাপন করেন।
৪. সিদ্ধার্থের ওপর উত্তপ্ত .... নিক্ষেপ করছিল।
৫. বুদ্ধত্ব লাভ করার পর দেবতারা .... করলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. একজন গণক নিশ্চিত করে বললেন	১. আরম্ভ করেন।
২. এ লোকটি সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা	২. ভঙ্গ করতে পারেনি।
৩. কুমার সিদ্ধার্থ কঠোর তপস্যা	৩. নবজাত শিশু বুদ্ধ হবেন।
৪. সত্যের সন্ধানে রাজকুমার	৪. হতে মুক্তির জন্য সন্ন্যাসী হয়েছেন।
৫. মারের কন্যারাও সিদ্ধার্থের ধ্যান	৫. সেনানী নামক গ্রামে পৌঁছলেন।
	৬. নগর ভ্রমণে যান।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. গৌতম সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করলে কী হবেন?
২. রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্য কয়টি প্রাসাদ নির্মিত হয়?
৩. রাজা শুদ্ধোদন কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
৪. কোন পূর্ণিমা তিথিতে গৌতম সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন?
৫. কে গৌতম সিদ্ধার্থকে পায়সান্ন দান করেন?
৬. গৌতম সিদ্ধার্থ কত বছর বয়সে বুদ্ধ হন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুমার সিদ্ধার্থের বিবাহের ঘটনা লেখ।
২. সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণের বর্ণনা দাও।
৩. মুক্তির সন্ধানে গৌতম সিদ্ধার্থ কোন কোন ঋষির নিকট যান?
৪. গৌতম সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যার বর্ণনা দাও।
৫. বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ যে উদান গাথা উচ্চারণ করেন তা লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রিরত্ন বন্দনা

বৌদ্ধধর্মে 'ত্রিরত্ন' একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে একত্রে 'ত্রিরত্ন' বলা হয়। তোমরা জান 'ত্রি' অর্থ তিন। 'রত্ন' শব্দের অর্থ মূল্যবান বস্তু। তাই এই তিন রত্ন 'ত্রিরত্ন' নামে পরিচিত। পৃথিবীতে যত মূল্যবান বস্তু আছে, ত্রিরত্নই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

পৃথিবীতে যত রকমের রত্ন আছে, সেগুলো লৌকিক জগতের রত্ন। এগুলো ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘরত্ন হলো চিরস্থায়ী। সে ত্রিরত্নকে স্মরণ করলে মহামঙ্গল হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ লাভ হয়।

ত্রিরত্নের গুণ অপরিসীম। সংসার জীবনে রত্ন ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। মৃত্যুর পর সেসব রত্ন পরলোকে সঙ্গে যায় না। কিন্তু ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলে পুণ্য সঞ্চিত হয়। সে পুণ্য মৃত্যুর পর মানুষকে সুখময় স্থানে নিয়ে যায়। তাই নিয়মিত ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হওয়া সকলের কর্তব্য।

প্রতিদিন শ্রদ্ধার সাথে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করবে। ত্রিরত্নের মধ্যে বুদ্ধ রত্ন সর্বশ্রেষ্ঠ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী। বুদ্ধের উপদেশ বাণী 'ধর্ম' নামে পরিচিত। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ হলো নীতিবাক্য। বুদ্ধের নীতিবাক্য ও শীল যাঁরা মানেন, অনুশীলন ও প্রতিপালন করেন তাঁরা 'সংঘ' নামে সুপরিচিত। ত্রিরত্নের গুণ সীমাহীন। ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা সম্ভব নয়। কল্পকাল ধরে ত্রিরত্নের গুণ বললেও কল্প শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু ত্রিরত্ন গুণ শেষ হবে না।

বৌদ্ধধর্ম মতে ত্রিরত্নের মর্যাদা সকলের ওপরে। সেজন্য শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকারা নিয়মিত ত্রিরত্নের অনন্ত গুণ স্মরণ করে। যারা ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করে না, তাদের জীবন ধারণ অসার। ত্রিরত্নর শরণ নিলে জীবনে সুখ লাভ করা যায়। সেজন্য বৌদ্ধরা প্রতিনিয়ত ত্রিরত্নের শরণাগমন করে।

ত্রিরত্ন অনন্ত গুণের আধার। ত্রিরত্নর গুণ স্মরণ করে প্রশংসামূলক গাথা আবৃত্তি করা উচিত। প্রশংসামূলক গাঁথাই প্রশস্তি । প্রশস্তি গাঁথা পাঠ করলে নিজ মন পরিশুদ্ধ হয়। মনে পুণ্য উৎপন্ন হয়। মরণের পর স্বর্গ সুখ লাভ হয়।

বুদ্ধের নয় গুণ বন্দনা

ভগবান অরহত তিনি এ কারণ,
সম্যক সম্বুদ্ধ পূর্ণ বিদ্যা আচরণ।

সুগত ও লোকবিদ আর অনুত্তর,
সারথি পুরুষ দম্য ত্রিলোক ভাস্কর।

দেব–নর গুরু তিনি বুদ্ধ ভগবান,
স্মরি গুণ নিত্য বন্দি চরণ মহান।

নির্বাণ লভিব আমি বুদ্ধের কারণে,
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে।

বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে ত্রিরত্ন বন্দনারত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু কিশোর-কিশোরী

ধর্মের ছয় গুণ বন্দনা

সুব্যাখ্যাত ধর্ম এই বুদ্ধ সুভাষিত,
সৎ–দৃষ্টিক অকালিক সাধু প্রশংসিত।

এসে দেখার যোগ্য নির্বাণের পথ,
জ্ঞানীগণ বিধিতব্য মুক্তি মনোরথ।

নির্বাণ লভিব আমি ধর্মের শরণে,
গমন করিনু এখন ভক্তিযুত মনে।

সংঘের নয় গুণ বন্দনা

সুমার্গে সুপ্রতিপন্ন বুদ্ধ শিষ্যগণ,
ঋজু আর্য অষ্টমার্গে উদ্দেশ্যে গমন।

ন্যায়–পন্থী ভগবান শ্রাবক সকল,
সমীচীন পন্থী যারা অতীব সরল।

এই যে যুগল চারি অষ্ট আর্য নর,
মার্গস্থ ফলস্থ ভেদে নির্বাণ দোসর।

আহ্বান দানের যোগ্য উপনীতে দান,
পাইবার যোগ্য পাত্র দক্ষিণা মহান।

ভক্তির অঞ্জলি যোগ্য পুণ্য ক্ষেত্র সার,
ইহা ভিন্ন মানবের কিবা আছে আর।

নির্বাণ লভিব আমি সংঘের শরণে,
গমন করিনু এবে ভক্তি যুত মনে।

নিম্নে ত্রিরত্ন প্রশস্তি উল্লেখ করা হলো :

পূর্বেই বলা হয়েছে বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ ত্রিরত্ন নামে পরিচিত। এ ত্রিরত্নের অপ্রমেয় গুণ স্মরণ করে বন্দনা করলে মানুষের মঙ্গল হয়। নিম্নে বুদ্ধের নয়গুণ, ধর্মের ছয়গুণ ও সংঘের নয়গুণ এই ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ও বাংলায় উল্লেখ করা হলো –

নয়গুণ সম্পন্ন বুদ্ধ বন্দনা

পালি

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণ সম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সত্থাদেবমনুস্‌সানং, বুদ্ধো, ভগবাতি।

বাংলা অনুবাদ

সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও আচরণ সম্পন্ন, সুপথে গমনকারী, সমস্ত জড় অজড় জগৎ জ্ঞাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ দেব–ব্রহ্মা–নর–যক্ষ-তির্যক প্রভৃতির অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব–মনুষ্যদের শিক্ষক, বুদ্ধ, ভগবান।

ছয়গুণ সম্পন্ন ধম্ম বন্দনা

পালি

স্বাকখাতো ভগবতো ধম্মো, সন্দিট্‌ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্‌সিকো, ওপনাযিকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্‌ঞূহী'তি।

বাংলা অনুবাদ

ভগবান কর্তৃক ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, ফল প্রদানে কালাকাল বিরহিত, 'এসে দেখ' এই রূপ বলবার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতব্য।

নয়গুণ সম্পন্ন সংঘ বন্দনা

পালি

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সমীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্‌ঠ পুরিসপুগ্‌গলা এস ভগবতো সাবকসংঘো, আহুণেয্যো, পাহুণেয্যো, দক্‌খিণেয্যো অঞ্জলিকরণীয্যো, অনুত্তরং পুঞ্‌ঞক্‌খেত্তং লোকস্‌সা'তি।

বিহারে বুদ্ধমূর্তির সামনে ত্রিরত্ন বন্দনারত উপাসক–উপাসিকা ও বালক–বালিকা

বাংলা অনুবাদ

ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন, সমীচীন, যথার্থ, উত্তম প্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক সংঘে যুগ্ম হিসাবে চার যুগল এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চার প্রত্যয় দান–আহুতি লাভের যোগ্য, খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজার যোগ্য, অঞ্জলিপুটে নতশিরে বন্দনা করবার যোগ্য ও সমস্ত দেব নর সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র।

বৌদ্ধদের নিকট ত্রিরত্ন অতি পবিত্র ও পূজার যোগ্য পাত্র। সেজন্য সব সময় ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা কর্তব্য। অনন্তগুণসম্পন্ন বলে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন করলে নিজের মঙ্গল হয়। ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারীরা ধার্মিক হয়। ধার্মিক হলে মানুষের নিকট শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে। দেবতারাও তাদেরকে বিপদ–আপদ হতে রক্ষা করেন। এজন্য ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করা সকলের কর্তব্য।

২০১০

প্রত্যেক মানুষই নিজের ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। বৌদ্ধদের প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করতে হয়। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিয়মিত বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ–এ ত্রিরত্নের প্রতি বন্দনা জানাতে হয়। সকাল এবং সন্ধ্যা দুই বেলা ত্রিরত্ন বন্দনা করার অভ্যাস করা সকলের কর্তব্য। বন্দনার সময় ত্রিরত্নের গুণাবলি উচ্চারণ করতে হয়। এরপর ত্রিপিটক গ্রন্থের যে কোনো অংশ হতে পাঠ বা আবৃত্তি করলে মানুষের মঙ্গল হয়। সূত্রপাঠ, ধর্মালোচনা দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হয়। ত্রিরত্ন বন্দনার অভ্যাস নিজ জীবনে রূপায়িত করা সকলের কর্তব্য। ত্রিরত্ন বন্দনার অভ্যাস অন্যদের মাঝেও যাতে প্রতিফলিত হয়, সেজন্য যত্নবান হওয়া উচিত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ‘ত্রি’–শব্দের অর্থ কী?

ক. তিন　　খ. তিরিশ
গ. ত্রাণ　　ঘ. ত্রিবিধ

২. বুদ্ধ কয়টি গুণ সম্পন্ন?

ক. আটটি　　খ. নয়টি
গ. দশটি　　ঘ. বারটি

৩. কোন স্মরণ গ্রহণ করলে মানুষের সর্ববিধ মঙ্গল হয়?

ক. রাজা　　খ. মণিরত্ন
গ. ধনরত্ন　　ঘ. ত্রিরত্ন

৪. অদম্য পুরুষ দমনকারী সারথি কে?

ক. রাজা　　খ. যক্ষ
গ. শিক্ষক　　ঘ. বুদ্ধ

৫. সুপথের প্রতিপন্ন কারা?

ক. সারথি　　খ. সংঘ
গ. ভিক্ষু　　ঘ. উপাসক

৬. সর্বদা মানুষকে কী করতে উপদেশ দেবে?

ক. সূর্য বন্দনা　　খ. চন্দ্র বন্দনা
গ. দেব বন্দনা　　ঘ. ত্রিরত্ন বন্দনা

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধ, ধর্ম ও .... রত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন।
২. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ .... ন্যায় ....।
৩. ভগবান কর্তৃক .... উত্তমরূপে ....।
৪. ত্রিরত্নের প্রতি .... ধার্মিক হয়।
৫. প্রত্যেক মানবই নিজের ধর্মের .... মেনে চলে।
৬. বন্দনার সময় .... গুণাবলি উচ্চারণ করতে হয়।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হলে	১. একমাত্র পূজার পাত্র।
২. বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসন অনুসারে	২. নিষ্পাপ পুণ্য সঞ্চিত হয়।
৩. নির্বাণ লভিব আমি	৩. বুদ্ধের কারণে।
৪. মানুষ মাত্রই	৪. ত্রিরত্নের মর্যাদা সকলের ওপরে।
৫. জগতের মধ্যে ত্রিরত্নই	৫. সুখ চায়।
	৬. যত্নবান হওয়া উচিত।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. 'ত্রিরত্ন' শব্দের অর্থ কী?
২. কারা ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করে?
৩. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণ কিসের ন্যায় সীমাহীন?
৪. কার প্রশস্তি দ্বারা মন–প্রাণ পুণ্যময় হয়?
৫. কাকে 'অরহত' বলা হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিরত্ন কী? ত্রিরত্নের গুণ বর্ণনা কর।
২. পদ্যাকারে বুদ্ধের নয়গুণ বর্ণনা লেখ।
৩. বুদ্ধের নয়গুণ ও ধর্মের ছয়গুণ বন্দনা পালিতে লেখ।
৪. সংঘের নয়গুণ বাংলায় লেখ।
৫. ত্রিশরণ গ্রহণের দ্বারা কী মঙ্গল হয় বর্ণনা কর।
৬. ত্রিরত্ন বন্দনার সুফল বর্ণনা কর।

২০২০

তৃতীয় অধ্যায়

আহার ও পানীয় পূজা

তোমরা জান পূজা অর্থ কী? তোমরা এ সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণিতেও জেনেছ। তারপরও পূজা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

'পূজা' শব্দের অর্থ হলো ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আরাধনা। এর আরও অর্থ আছে ; যেমন– অর্চনা, উপাসনা ও স্তুতি। আমরা বুদ্ধের গুণাবলি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। ধর্ম ও সংঘের আদর্শ অনুসরণ করি। এ ছাড়াও আমরা পবিত্র মহাবোধি, সপ্ত মহাস্থান ও চৈত্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যেও পূজা করে থাকি। পূজা দুভাবে করা যায়। প্রথমত ত্রিরত্ন বন্দনা ও সূত্রপাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে ; দ্বিতীয়ত পুষ্প, প্রদীপ, আহার, পানীয় দান প্রভৃতির মাধ্যমে।

পূজায় নানা দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহৃত হয়। পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা উপকরণ সামগ্রীও থাকে। যেমন– থালা, গ্লাস, মোমবাতি, ধূপ, ধূপদানি প্রভৃতি। অন্যদিকে পূজার উপচার সমূহ হলো আম, জাম, কলা, কাঁঠাল, লিচু, আপেল, আনারস, আঙুর প্রভৃতি। এ ছাড়া নানা খাদ্যদ্রব্য, ফলের রস ও পানীয় জল থাকে।

পূজা করলে কী হয়? পূজা করলে মন সুন্দর ও পবিত্র হয়, মনের হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, মোহ বিদূরিত হয়। চিত্তের প্রসারতা বাড়ে। ত্রিরত্নের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভাব আসে। দান চিত্ত গঠন হয়; মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। মন উদার হয়, প্রশস্ত হয়। মানুষের দুঃখ বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। মনে সহানুভূতি আসে। গরিব, দুঃখীর প্রতি দয়া উৎপন্ন হয়।

এ ছাড়াও মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। সদ্‌কর্মে মন ধাবিত হয়। ত্যাগচিত্ত তৈরি হয়। মনে উৎসাহ বাড়ে। এগুলো কুশল কর্ম বলেই বহু মঙ্গল সাধিত হয়। অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। তাই পূজা হলো মানব জাতির উন্নতির সোপান।

তোমরা প্রতিদিন বিহারে গিয়ে অথবা বাড়িতে আহার ও পানীয় পূজা দেবে।

আহার পূজা কীভাবে করতে হয় জান? বেলা বারোটার পূর্বে আহার পূজা করতে হয়। পূজা দেওয়ার সময় ভালোভাবে হাত-মুখ ধুতে হয়। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করতে হয়।

আহার পূজারত বালক–বালিকা ও উপাসক–উপাসিকা

এখন আমরা আহার পূজার উপকরণ ও নিয়ম সম্পর্কে জানব। আহার পূজার উপকরণ হচ্ছে থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।

এবার শিখব পূজা কীভাবে করতে হয়। প্রথমে পূজার থালাটি পরিষ্কারভাবে ধুয়ে নেবে, তারপর ভাত, সুস্বাদু তরকারি, নানা রকম ফল ও মিষ্টি প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী দিয়ে থালাটি সুন্দর করে সাজাবে। বুদ্ধের সামনের আসনে থালাটি সুন্দর করে রাখবে। সঙ্গে এক গ্লাস জল দেবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে।

প্রথমে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। ত্রিরত্নের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা আনবে। যদি বিহারে আহার পূজা দাও তাহলে ভিক্ষুর মুখে মুখে আহার পূজা গাথাটি আবৃত্তি করবে। নতুবা নিজে নিজে আবৃত্তি করবে। পূজা শেষে বুদ্ধকে বন্দনা করবে। ভিক্ষু থাকলে ভিক্ষুকেও বন্দনা করবে। আহার পূজার গাথাটি নিচে দেওয়া হলো –

আহার পূজা

অধিবাসেতু নো ভন্তে, ভোজনং পরিকপ্পিতং
অনুকম্পং উপাদায পটিগণ্হাতু উত্তমং।

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, আপনার জন্য উত্তম আহার প্রস্তুত হয়েছে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি এ উত্তম আহার গ্রহণ করুন।

পদ্যাকারে আহার পূজা

উত্তম সুগন্ধ অন্ন ব্যঞ্জন অপার
খাদ্য ভোজ্য লেহ্য পেয় নানা উপচার।

উত্তম আহার যত করিনু অর্পণ
অনুকম্পা বিতরণে করুন গ্রহণ।

এ বন্দনা এ পূজা এ জ্ঞান প্রভায়
সর্বতৃষ্ণা সর্ব দুঃখ ক্ষয় যেন পায়।

পানীয় পূজা

আমরা যা পান করি তাই পানীয়। বুদ্ধের উদ্দেশ্যে আমরা জল, শরবত ও নানা পানীয় দ্রব্যাদি দান করি। এই দানকেই বলা হয় পানীয় পূজা।

পানীয় পূজা কীভাবে করতে হয় জান? প্রথমে একটি সুন্দর ও পরিষ্কার পাত্রে বিশুদ্ধ জল নেবে। তারপর সেই পাত্র হাতে করজোড়ে বুদ্ধের ছবি অথবা মূর্তির সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসবে। প্রথমে একাগ্রচিত্তে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা আনবে। তারপর সুর করে পানীয় পূজার গাথা আবৃত্তি করবে। পরে জলের পাত্রটি বুদ্ধের সামনে রেখে বন্দনা করবে।

পানীয় গাথাটি নিচে দেওয়া হলো–

পালি

বুদ্ধস্সনেন পূজেমি মোচনত্থায় বট্টতো,
দকগ্গমগ্গ সিপ্পন্তো লভামি পরমং সুখং।

২০২১

বাংলা অনুবাদ

সংসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য এ পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি। এ পানীয় দান করে আমি যেন জন্ম–জন্মান্তরে পরম সুখ লাভ করি।

পদ্যাকারে পানীয় পূজা

আমাদের আহরিত এই পানীয় দানে,
পূজিতেছি পূজিতেছি বুদ্ধ ভগবানে।

তৃষ্ণা নিবারণকারী পানীয় নির্মল,
বিশুদ্ধ পবিত্র তাহা অতি সুশীতল।

সুশীতল পানীয় দানে তোমায় মোরা স্মরি,
জন্ম–জন্মান্তরে যেন সুখ লাভ করি।

তোমরা আহার ও পানীয় পূজার গাঁথাগুলো ভালো করে মুখস্থ করবে। বিহারে গিয়ে নিয়মিত পূজা দেবে। বিহার দূরে হলে বাড়িতে বসে বুদ্ধের সামনে প্রতিদিন আহার ও পানীয় পূজা দেবে। উৎসব পার্বণেও গাথাগুলো আবৃত্তি করতে পারবে। গাঁথাগুলো নিয়মিত আবৃত্তির ফলে তোমাদের চিত্তে দান চেতনা উৎপন্ন হবে। চিত্ত পরিশুদ্ধ হবে। গরিব, অসহায় ও দুঃখী মানুষের প্রতি দয়াভাব জাগ্রত হবে। যারা অন্নহীন তাদের অন্ন দান করবে। বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দান করবে। যারা আশ্রয়হীন তাদের আশ্রয় দেবে। এ দানের ফলে সকল প্রকার দুঃখ, মনের জ্বালা–যন্ত্রণা দূর হবে। আসক্তি ও তৃষ্ণা ক্ষয় হবে।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. পূজা করার অর্থ–

ক. বুদ্ধের গুণাবলি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা   খ. বুদ্ধের উপদেশ রক্ষা করা
গ. সুর করে বুদ্ধের উপদেশগুলো আবৃত্তি করা   ঘ. পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ করা

২০২০

২. পূজা মানব জীবনের কিসের সোপান?

ক. উন্নতির　　খ. অবনতির
গ. বিরতির　　ঘ. স্বীকৃতির

৩. পূজা করলে কী হয়?

ক. হিংসা–বিদ্বেষ দূরীভূত হয়　　খ. লোভ–মোহ উৎপন্ন হয়
গ. প্রতিহিংসা জাগ্রত হয়　　ঘ. ভক্তি–শ্রদ্ধার অভাব হয়

৪. আহার পূজা কখন করতে হয়?

ক. সন্ধ্যা বেলা　　খ. বেলা বারোটার পূর্বে
গ. রাত বারোটার আগে　　ঘ. বিকাল বেলা

৫. বুদ্ধকে নিয়মিত দেবে–

ক. বন্দনা　　খ. শ্রদ্ধা
গ. পূজা　　ঘ. ভক্তি

৬. গরিব–দুঃখীদের প্রতি–

ক. দয়াভাব জাগ্রত হয়　　খ. হিংসাভাব জাগ্রত হয়
গ. বৈরীভাব জাগ্রত হয়　　ঘ. আনন্দভাব জাগ্রত হয়

৭. পূজার উপচার সাজাতে হয়–

ক. কোনো রকমে　　খ. এলোমেলোভাবে
গ. দায়সারাভাবে　　ঘ. সুন্দরভাবে

৮. পূজার গাঁথা আবৃত্তি করবে–

ক. গান করে　　খ. সুর করে
গ. ব্যঙ্গ করে　　ঘ. চিৎকার করে

৯. যারা অন্নহীন তাদের–

ক. বস্ত্র দেবে　　খ. নাস্তা দেবে
গ. বাড়ি দেবে　　ঘ. অন্ন দেবে

২০২৫

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. আমরা বুদ্ধের .... শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।
২. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী নানা .... সামগ্রীও থাকে।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো ...., নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
৪. অধিবাসেতু নো ভন্তে ভোজনং ....।
৫. দকগ্গমগ্গ সিপ্পন্তো লভামি পরমং ....।
৬. .... আপনি এ উত্তম আহার গ্রহণ করুন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূজার ভিন্নতা অনুযায়ী	১. থালা, জল, নানা ফলমূল ও খাদ্যসামগ্রী।
২. এগুলো সদ্কর্ম বলেই	২. মোচনত্থায় বত্তাতো।
৩. আহার পূজার উপকরণ হলো	৩. পানীয় নির্মল।
৪. সংসার চক্র থেকে মুক্তির জন্য	৪. বহু মঙ্গল সাধিত হয়।
৫. তৃষ্ণা নিবারণকারী	৫. এ পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করছি।
	৬. নানা উপকরণ সামগ্রী থাকে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. 'পূজা' শব্দের অর্থ কী?
২. আহার পূজার উপচার কী কী?
৩. পানীয় পূজা কাকে বলে?
৪. নিয়মিত গাথা আবৃত্তির ফলে কী উৎপন্ন হয়?
৫. আহার পূজা কখন করতে হয়?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. পূজা করার উদ্দেশ্য কী বল।
২. আহার পূজার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩. আহার পূজার পালি গাথাটি অবিকল লেখ।
৪. পানীয় পূজার গুরুত্ব তুলে ধর।
৫. আহার পূজার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২০২০

চতুর্থ অধ্যায়

উপোসথ শীল

বুদ্ধ মানুষের চরিত্র শুদ্ধ রাখার জন্য কতগুলো নিয়ম পালন করতে বলেছেন। এগুলোকে শীল বলা হয়। শীলকে নিয়ম–নীতি বা শৃঙ্খলাও বলা যেতে পারে। শীলের অপর নাম সংযম। বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শই হচ্ছে শীল।

শীল পালনের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। মানুষ ভালো–মন্দ কাজ করে। খারাপ কাজ করলে তাকে কুফল ভোগ করতে হয়। ভালো কাজ করলে সুফল ভোগ করে। চরিত্রবান মানুষের মন সব সময় সুপথে চালিত হয়। চরিত্র শুদ্ধ থাকলে সবাই তার প্রশংসা করে। যারা শীল পালন করে না, তারা গুরুতর অপরাধ করতেও দ্বিধা করে না। দুঃশীল ব্যক্তির মন চঞ্চল হয়। শীল পালনের মাধ্যমে সুখ লাভ হয়। শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন সংযত থাকে। শীলবান ব্যক্তির সুযশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে। নির্বাণ লাভের পথ সুগম হয়। সুতরাং মানব জীবনে শীল পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।

গৃহী বা উপাসক–উপাসিকাদের শীল দুই প্রকার। যথা : পঞ্চশীল ও অষ্টশীল। গৃহীদের পঞ্চশীল পালন করতে হয়। এ সম্পর্কে তোমরা তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এবার অষ্টশীল সম্পর্কে জানবে।

এখন উপোসথ কী তা জানব। 'উপোসথ' শব্দটির অর্থ উপবাস। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিকে উপোসথ দিবস বলা হয়। এদিনে উপাসক–উপাসিকারা অষ্টশীল পালন করে থাকেন। এজন্য অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। সৎ জীবন গঠনের জন্য উপোসথ শীল পালন করা দরকার। বুদ্ধের সময়কাল থেকে উপোসথ পালনের রীতি চলে আসছে।

এবার অষ্টশীল বা উপোসথ শীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয় তা আমরা জানব। উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবে। মুখ, হাত ধুয়ে স্নান সেরে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করবে। পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে সংযতভাবে বিহারে যাবে। যাওয়ার সময় বুদ্ধগুণ স্মরণ করবে। এলোমেলোভাবে পথ চলবে না। বুদ্ধপূজা ও বন্দনার কাজ সেরে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হবে। দুই হাত জোড় করে নতজানু হয়ে বসবে। তারপর অষ্টশীল প্রার্থনা ও শীল গ্রহণ করবে।

২০২০

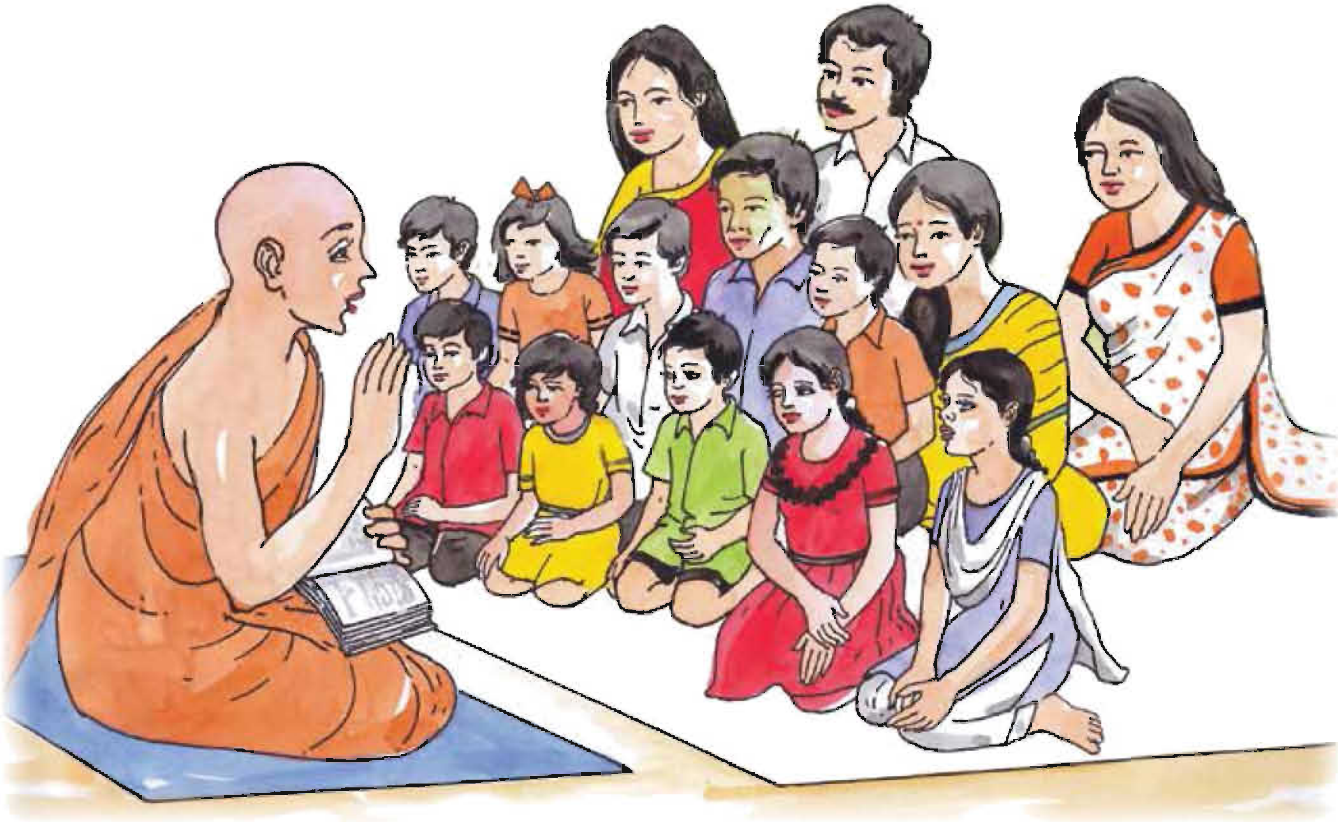

অষ্টশীল গ্রহণরত পিতা-মাতার সঙ্গে শিশু ও কিশোর-কিশোরী

অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্‌ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্‌ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সহ অট্‌ঠঙ্গা সমন্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং যাচামি অনুগ্‌গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

২০২০

নিচে বাংলা অনুবাদ দেওয়া হলো :

বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বারও ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলো। ভন্তে এবার বলবেন :

যম্‌হং বদামি তং বদেহি।– আমি যা বলছি তা বল।

তোমরা বলবে : আম ভন্তে।– হাঁ ভন্তে, বলছি।

এবার ভন্তে অষ্টশীল প্রদান করবেন। তিনি একটি একটি করে পালিতে শীল বলে যাবেন। তোমরা তা পরপর বলবে।

পালিতে অষ্টশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরা–মেরেয মজ্জাপমাদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চগীত বাদিত বিসুকদস্‌সন মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমণ্ডন বিভূসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

পালিতে অষ্টশীল গ্রহণ করার পর বাংলায় অনুবাদ জানবে।

২০২৫

নিচে তা দেওয়া হলো :

বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা জাতীয় মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদকরণ থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নাচ গান বাদ্য উৎসব, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ, মণ্ডন, বিভূষণকরণ থেকে বিরত থাকব– এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশয্যায় ও মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ভন্তে আমাদের অষ্টশীল প্রদান করলেন। আমরা অষ্টশীল গ্রহণ করেছি। এবার আমাদের মঙ্গল কামনা করে ভন্তে সূত্রপাঠ করবেন। সূত্রপাঠ শেষ হলে আমরা সমস্বরে তিনবার ‘সাধু’ বলে ভন্তেকে বন্দনা করব।

এবার আমরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের মধ্যে পার্থক্য কী জানব।

পঞ্চশীল বলতে পাঁচটি শীল বোঝায়। আর অষ্টশীলে অতিরিক্ত তিনটি শীল আছে। সেগুলো হচ্ছে :

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।
৭. নচ্চগীতবাদিত, বিসুকদস্‌সন, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণমন্ডন বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

উক্ত তিনটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো :

৬. বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য–গীত–বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ মণ্ডন বিভূষিত করা থেকে বিরত থাকব – শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশয্যায় ও মহাশয্যায় শয়ন করা থেকে বিরত থাকার এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। অষ্টশীলের তৃতীয় শীল পঞ্চশীলের তৃতীয় শীল থেকে ভিন্ন।

অষ্টশীলে তা এরূপ :

৩. অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

বাংলা অনুবাদ

৩. অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব – এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

পঞ্চশীল গৃহীদের জন্য প্রতিদিন পালনীয়। গৃহী উপাসক–উপাসিকারা প্রতি উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করেন। বিহারে যাওয়া সম্ভব না হলে নিজের গৃহেও উপোসথশীল গ্রহণ করা যায়।

তোমরা উপোসথ দিবসে অর্থাৎ অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় অষ্টশীল পালন করবে। এতে অনেক সুফল পাওয়া যায়। মন সংযত থাকে। অষ্টশীলধারী কারও অনিষ্ট কামনা করেন না। নিচে অষ্টশীল পালনের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনী দেওয়া হলো।

কাহিনীটি এরূপ :

গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে সুদত্ত নামে একজন ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভাগ্যবান লোক। অতি মহান তাঁর অন্তর। দুস্থ–অনাথদের পিতা-মাতা সদৃশ। যারা গরিব, অনাথ, তাদেরকে প্রতিদিন অন্ন দিতেন। তাই তিনি অনাথপিন্ডিক নামে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। অনাথপিন্ডিকের একজন বিশ্বাসী চাকর ছিল। এক উপোসথ দিবসে চাকরটি দূরে চাষ করতে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে দেখল সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে। তখন পড়ন্ত বেলা। চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণ করল। তার পক্ষে এটা ছিল অর্ধ উপোসথ।

গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চাকরটির চোখে ঘুম নেই। সারাদিনের পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। ক্ষুধায় তাড়িত। সারা দিন উপবাস। সে পেটে ব্যথা অনুভব করল। পেটের ব্যথা আরও বাড়তে লাগল। অনাথপিন্ডিক তাকে মধু সেবন করতে বললেন। ধার্মিক চাকরটি তাও গ্রহণ করল না। কারণ অর্ধবেলার উপোসথ সে যথাযথ পালন করবে। অবশেষে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিল। মৃত্যুর পর হিমালয়ের পাদদেশে এক বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। সে পূর্ণ উপোসথ পালন করতে পারেনি। নতুবা আরও উর্ধ্বলোকে জন্মগ্রহণ করতে পারত।

মানুষের জীবনে শীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শীল ছাড়া মানুষের জীবন পরিশীলিত হয় না। ২০২১

শীল সকল কুশল কর্মের ভিত্তি। শীলবান ব্যক্তি সংযমের মাধ্যমে প্রশংসা লাভ করেন। মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ ভোগ করেন। পুণ্যকামী শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাগণ অষ্টশীল পালন করেন। এতে ইহ-পরকাল সুখের হয়। তোমরাও উপোসথ দিবসে অষ্টশীল পালন করবে। শীল হলো পারমী পূরণের একটি অঙ্গ। শীলগুণ শান্তিদায়ক। তার ফলস্বরূপ নিজ জীবন বিশুদ্ধ ও পুণ্যময় হবে। এতে আত্মসংযম, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করা যায়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. যাঁরা শীল পালন করেন তাঁদের কী বলা হয়?

ক. ধনবান খ. শীলবান
গ. জ্ঞানবান ঘ. বিবেকবান

২. 'উপবাস' শব্দটির অর্থ কী?

ক. অভ্যাস খ. সুবাতাস
গ. উপবাস ঘ. নির্যাস

৩. কারা উপোসথ শীল পালন করেন?

ক. গৃহীরা খ. শ্রামণেরা
গ. আচার্যরা ঘ. উপাসক-উপাসিকারা

৪. দুঃশীল ব্যক্তির মন কীরূপ হয়?

ক. ধীর খ. শান্ত
গ. সংযত ঘ. চঞ্চল

৫. অনাথপিণ্ডিকের আসল নাম কী?

ক. ব্রহ্মদত্ত খ. জিনদত্ত
গ. সুদত্ত ঘ. দেবদত্ত

২০২০

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. শীলবান ব্যক্তির .... সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
২. দুই হাত জোড় করে .... হয়ে বসবে।
৩. অষ্টশীলধারী কারও .... কামনা করেন না।
৪. অনাথপিন্ডিকের একজন .... চাকর ছিল।
৫. অষ্টশীলে অতিরিক্ত .... শীল আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. বুদ্ধের শিক্ষার আদর্শ	১. সংযত থাকে।
২. মানব জীবনে শীল	২. সংযতভাবে বিহারে যাবে।
৩. শীলবান ব্যক্তির কায়, বাক্য ও মন	৩. উপোসথ শীল গ্রহণ করল।
৪. পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে	৪. পালনের গুরুত্ব অত্যধিক।
৫. চাকরটি না খেয়েই অষ্টাঙ্গ	৫. হচ্ছে শীল।
	৬. সবাই উপোসথ গ্রহণ করেছে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ‘শীল’ শব্দের অর্থ কী?
২. উপাসক–উপাসিকারা সাধারণত কয় প্রকার শীল পালন করেন?
৩. অষ্টশীলকে কোন শীল বলা হয়?
৪. অষ্টশীলের তৃতীয় শীল পালিতে অবিকল উদ্ধৃত কর।
৫. শীল কিসের ভিত্তি?

৫. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. শীল পালনের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. অষ্টশীল প্রার্থনা পালি ও বাংলায় লেখ।
৩. অষ্টশীল বাংলা অনুবাদসহ পালিতে লেখ।
৪. অষ্টশীল পালনের সুফল বর্ণনা কর।
৫. ধার্মিক চাকরটির কাহিনী নিজের ভাষায় লেখ।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রিপিটক পরিচিতি

সূত্র পিটক

বৌদ্ধদের প্রধান ধর্মীয় গ্রন্থের নাম ত্রিপিটক। ত্রিপিটকে বুদ্ধের মুখনিঃসৃত ধর্মবাণী ও শিক্ষা বর্ণিত আছে। ত্রিপিটক অনেকগুলো গ্রন্থের সমাহার। পালি ত্রিপিটক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা :

ক. বিনয় পিটক
খ. সূত্র পিটক
গ. অভিধর্ম পিটক।

ত্রিপিটকের তিনটি অংশ

ত্রিপিটক সংকলন

ত্রিপিটক সংকলনের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। পালি সাহিত্য মতে, গৌতম বুদ্ধ ৮০ বৎসর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্যরা তাঁর ধর্মবাণীগুলো সংগ্রহ করে রাখার প্রয়োজন মনে করলেন। তাই বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বান করা হয়।

বৌদ্ধ সংগীতি (সম+গীত) অর্থ হলো ধর্মসভা, সমাবেশ, সম্মেলন, সঙ্গায়ন, অধিবেশন ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে যেখানে অনেক পণ্ডিত অর্হৎ ভিক্ষুগণ সম্মিলিত হন, ধর্মবাণী গীত হয়, ধর্মীয় বিষয় আলোচনা হয়, অর্থাৎ একত্রে বা সমস্বরে যা আবৃত্তি করা হয় তাই সংগীতি। বৌদ্ধধর্ম মতে অনেকগুলো সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতি রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পর বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। যশ স্থবির ছিলেন এ সংগীতির সভাপতি এবং সম্রাট কালাশোক ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। এ সংগীতিতে ধর্ম-বিনয় পুনরাবৃত্তি করা হয়।

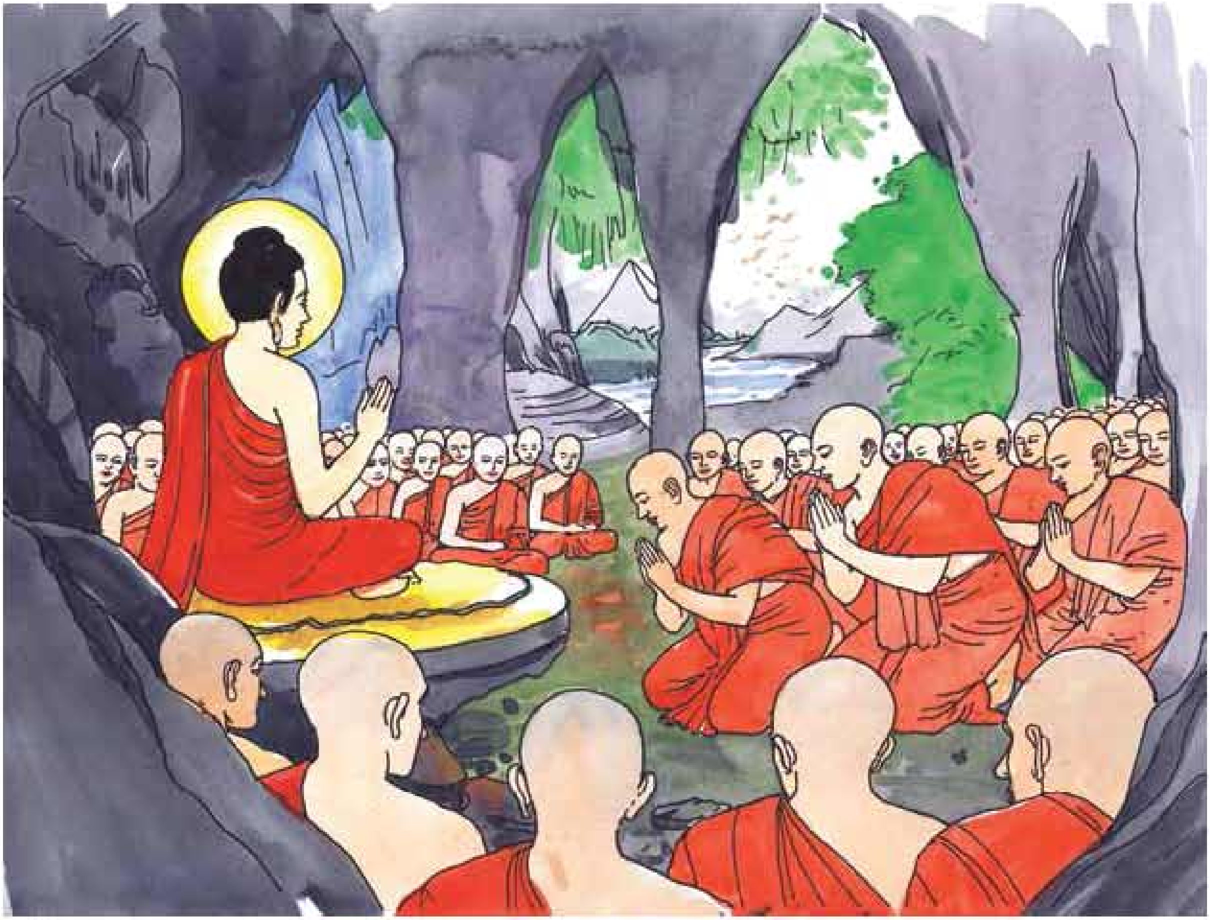

রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম ধর্ম সংগীতি সভা

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় তৃতীয় সংগীতির আয়োজন করা হয়। এতে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স সভাপতি ছিলেন। এতে এক হাজার অর্হৎ স্থবির অংশগ্রহণ করেন। রাজধানী পাটলিপুত্রে এ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে বিনয় সূত্র ও অভিধর্ম পিটক আবৃত্তির মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক সংকলিত হয়।

ত্রিপিটকের গুরুত্ব

ত্রিপিটক বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধকালীন সময়ে ত্রিপিটক লিখিত ছিল না। বুদ্ধের উপদেশিত বাণী ও শিক্ষা গুরু শিষ্যের মধ্যে শ্রুতি পরম্পরা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বুদ্ধবাণী ও বিনয় বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। পরে সর্বজনীনভাবে বিভিন্ন সংগীতি আয়োজনের মাধ্যমে ত্রিপিটক সংকলন করা হয়। প্রথম তিনটি সংগীতির গুরুত্ব অত্যধিক।

২০২৩

ত্রিপিটক সংকলনের মাধ্যমে বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয়। বিভিন্ন গুরু ও শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতি আদর্শ বিষয়ে যে ভিন্ন মত ছিল তা পরিহার করা হয়। বুদ্ধের প্রকৃত ধর্মবাণী যাচাই বাছাই করে নির্ধারণ করা হয়। সঠিক বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক পাঠ করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

এ কারণেই ত্রিপিটকের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

এ অধ্যায়ে সূত্র পিটক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূত্র পিটক ত্রিপিটকের দ্বিতীয় ভাগ। সূত্র পিটকে পাঁচটি নিকায় (গ্রন্থ) আছে। পালি ভাষায় নিকায়গুলো হলো :

১. দীর্ঘ নিকায় ২. মজ্‌ঝিম নিকায় ৩. সংযুক্ত নিকায় ৪. অঙ্গুত্তর নিকায় ৫. খুদ্দক নিকায়।

নিম্নে পাঁচটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১. দীর্ঘ নিকায় : দীর্ঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থ। দীর্ঘ নিকায় তিনটি বর্গে বিভক্ত। দীর্ঘনিকায়ের তিনটি খণ্ডে মোট ৩৪টি সূত্র আছে। এর সূত্রগুলো আকারে বড়, দীর্ঘ এবং বিস্তৃত। তাই একে 'দীর্ঘ নিকায়' বলা হয়। দীর্ঘ নিকায়ের সূত্রগুলোর মূল বিষয়বস্তু হলো–দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, চিত্ত, ধ্যান, অনিত্য ভাবনাসহ নির্বাণের ব্যাখ্যা।

২. মজ্‌ঝিম নিকায় : এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থ। এ নিকায়টি মূলত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্‌ঞাস, মজ্‌ঝিম পঞ্‌ঞাস এবং উপরিপঞ্‌ঞাস। এতে মধ্যমাকারের সর্বমোট ১৫২টি সূত্র আছে। গল্প ও উপদেশের মাধ্যমে নীতি শিক্ষা দেওয়াই এ গ্রন্থের সূত্রগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

মধ্যম নিকায় হলো পঞ্চনিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম এবং একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এর মূল বক্তব্যের বিষয় হলো বুদ্ধের জীবন ও বাণী, চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, পঞ্চস্কন্ধ ও নির্বাণ।

৩. সংযুক্ত নিকায় : ছোট ছোট অনেকগুলো সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত । তাই একে সংযুক্ত নিকায় হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এতে মোট পাঁচটি বর্গ আছে। সংযুক্ত নিকায়ের বিষয়বস্তুতে নৈতিক শিক্ষা ও ধর্মাচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৪. অঙ্গুত্তর নিকায় : এ নিকায়টি মোট এগারটি নিপাত নিয়ে গঠিত। নিপাতগুলো বিষয়বস্তুর প্রকার ও সংখ্যা হিসেবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয় বর্গ ও সূত্রে বিভক্ত। সূত্রগুলো প্রায়ই গদ্যে ও পদ্যে রচিত। উক্ত নিপাতসমূহে ভগবান বুদ্ধের ধর্মবাণী ও নীতি শিক্ষা বর্ণনা করা হয়েছে। তবে বিধি বিষয় হিসেবে এতে বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব, মানব জীবন, নানা বল, ধন, বিদ্যা ও আচরণকে নির্বাণ লাভের সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৫. খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক নিকায় সূত্র পিটকের সর্বশেষ নিকায়। 'খুদ্দক' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট। গদ্য ও পদ্যে রচিত এ নিকায়ের গ্রন্থ সংখ্যা পনেরটি।

এখানে গ্রন্থগুলোর নামের তালিকা দেওয়া হলো– ১. খুদ্দক পাঠ ২. ধর্মপদ ৩. উদান ৪. ইতিবুত্তক ৫. সুত্তনিপাত ৬. পেতবত্থু ৭. বিমানবত্থু ৮. থেরগাথা ৯. থেরীগাথা ১০. নিদ্দেস ১১. জাতক ১২. পটিসম্ভিদামার্গ ১৩. অপদান ১৪. বুদ্ধবংস ১৫. চরিয়াপিটক।

খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলোর মধ্যে ধর্মপদ ও জাতক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সর্বজনীন। গ্রন্থ দুটি বিশ্ব সাহিত্য ভাণ্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

সূত্র পিটকের গ্রন্থসমূহে বুদ্ধের জীবন ও দর্শন এবং সামগ্রিক উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ আছে। উপদেশগুলো মেনে চলা এবং তার আলোকে জীবন গঠন করা সকলের কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বুদ্ধের ধর্মবাণী ও শিক্ষা কোথায় বর্ণিত আছে?

ক. নিকায়ে　　খ. সংগীতিতে
গ. ত্রিপিটকে　　ঘ. অভিধর্ম পিটকে

২. ত্রিপিটকের কয়টি অংশ?

ক. পাঁচটি　　খ. তিনটি
গ. সাতটি　　ঘ. দুটি

২০২৫

৩. সুত্র পিটকের প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

ক. দীর্ঘ নিকায় খ. ধর্মপদ
গ. মজ্ঝিম নিকায় ঘ. সংযুক্ত নিকায়

৪. 'ধর্মপদ' কোন নিকায়ের অন্তর্গত?

ক. সংযুক্ত নিকায় খ. দীর্ঘ নিকায়
গ. মধ্যম নিকায় ঘ. খুদ্দক নিকায়

৫. খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ আছে?

ক. ৫টি খ. ১৫টি
গ. ৩টি ঘ. ২৫টি

৬. তৃতীয় সংগীতির পৃষ্ঠপোষক কে ছিলেন?

ক. সম্রাট অশোক খ. সম্রাট কালাশোক
গ. অজাতশত্রু ঘ. সম্রাট কণিষ্ক

৭. কীভাবে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়?

ক. পূর্ণিমার মাধ্যমে খ. সংগীতির মাধ্যমে
গ. কীর্তনের মাধ্যমে ঘ. সভার মাধ্যমে

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধ .... বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।
২. সূত্রপিটক ....নিকায়ে বিভক্ত।
৩. .... শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র, ছোট।
৪. দীর্ঘ নিকায়ে .... সূত্র আছে।
৫. মধ্যম নিকায় হলো .... মধ্যে সর্বোত্তম।
৬. অঙ্গুত্তর নিকায়ে .... নিপাত আছে।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের সভাপতিত্বে	১. ১৫২টি সূত্র আছে।
২. ছোট ছোট অনেকগুলো	২. বর্গ ও সূত্রে বিভক্ত।
৩. মজ্‌ঝিম নিকায়ে	৩. ভান্ডারে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
৪. প্রত্যেকটি নিপাত কতিপয়	৪. সূত্র নিয়ে সংযুক্ত নিকায় গঠিত।
৫. গ্রন্থ দুটি বিশ্ব সাহিত্য	৫. প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।
	৬. একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. সংগীতি কাকে বলে?
২. পূর্ণাঙ্গ ত্রিপিটক কোন সংগীতিতে সংকলিত হয়?
৩. অঙ্গুত্তর নিকায় কয়টি নিপাতে বিভক্ত?
৪. সংযুক্ত নিকায় কেন নামকরণ করা হয়েছে?
৫. সূত্র পিটকের পাঁচটি গ্রন্থের নাম লেখ।

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ত্রিপিটক সংকলন সম্পর্কে বর্ণনা কর।
২. সূত্র পিটক কয়টি নিকায়ে বিভক্ত? প্রথম দুটি নিকায়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
৩. সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৪. খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী নাম লিখ।
৫. ত্রিপিটকের গুরুত্ব সম্পর্কে লেখ।

২০২০

ষষ্ঠ অধ্যায়

কুশল ও অকুশল কর্ম

মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কর্ম বলা হয়। জীবন কর্মময়। কর্মের দ্বার তিনটি : কায়, বাক্য ও মন। কুশল কর্ম বলতে সদ্‌কর্মকে বোঝায়। গুরুভক্তি, পরোপকার, সচ্চরিত্র গঠন প্রভৃতি হচ্ছে কুশল কর্ম বা সদ্‌কর্ম। ভালো কাজকেই কুশল কর্ম বলে। মানুষ কর্মের অধীন।

কুশল কর্মের দ্বারা মানুষ নীরোগ হয়। দীর্ঘায়ু লাভ করে। অনেক সম্পদের অধিকারী হয়। ধনবান হয়। উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানী হয়। যারা প্রাণী হত্যা করে না তারা অনেক দিন বেঁচে থাকে। দীর্ঘজীবী হয়। যাদের মনে হিংসা নেই তারা সুশ্রী হয়, সুন্দর হয়। কুশল কর্মের ফল সুখদায়ক। যারা জীবের প্রতি দয়াশীল, তারা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে।

অকুশল কর্ম বলতে অসদ্‌কর্ম বা দুষ্কর্মকে বোঝায়। খারাপ কাজকে অকুশল কর্ম বলে। অসদ্‌কর্ম করলে দুঃখ ভোগ করতে হয়। অকুশল কর্মের ফল দুঃখদায়ক। প্রাণী হত্যা করলে অল্পায়ু হয়। প্রাণীদের নিপীড়ন করলে রোগাগ্রস্ত হয়। মৃত্যুর পর নরকে যায়। মনে হিংসা পোষণ করলে বিশ্রী হয়। গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা, অপরের অনিষ্ট সাধন, দুচ্চরিত্র প্রভৃতি হচ্ছে অকুশল কর্ম বা দুষ্কর্ম। অকুশল কর্মের পরিণাম ভয়াবহ।

জগতে কর্মই প্রাণীগণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে জগতে বিভিন্ন প্রকার মানুষ দেখা যায়। যেমন– ধনী–দরিদ্র, সবল–দুর্বল, সুস্থ–রুগ্‌ণ, পণ্ডিত–মূর্খ, সাদা–কালো, সুন্দর–কুৎসিৎ। তার কারণ কী? সদ্‌কর্ম কিংবা অসদ্‌কর্মের কারণে এরূপ পার্থক্য দেখা যায়। এ পার্থক্য শুধু মানুষের মধ্যে নয়; সকল প্রাণীর মধ্যেও বিদ্যমান।

তোমরা সর্বদা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। সদ্‌কর্ম সম্পাদন করবে। পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা করবে। মাতা-পিতাকে ভক্তি করবে। তাদের উপদেশ পালন করবে। এতে তোমরা সুখী হবে।

এখন কুশল ও অকুশল কর্মের দুটি কাহিনী বলব। মনোযোগ সহকারে পাঠ করবে।

কুশল কর্মের কাহিনীটি নিম্নরূপ :

ভগবান বুদ্ধের সময় রাজগৃহে এক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করত। তার নাম ছিল পূর্ণ। সে

দরিদ্র হলেও নিয়মিত অষ্টশীল বা উপোসথ শীল পালন করত। এত দরিদ্র ছিল যে প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতে পারত না।

একদিন উপোসথ দিবসে পূর্ণ অষ্টশীল নিল। তার সামান্য খাবার ছিল। এর বেশি সে জোগাড় করতে পারল না। সামান্য খাবার নিয়ে সে খেতে বসবে। এমন সময় বুদ্ধের শিষ্য সারিপুত্র ভিক্ষাপাত্র হাতে গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। পূর্ণ নিজের জন্য প্রস্তুত খাবার শ্রদ্ধার সাথে সারিপুত্রকে দান করল। সারিপুত্র স্থবির পূর্ণের দানের প্রশংসা করলেন। তাকে আশীর্বাদ করলেন।

দরিদ্র পূর্ণের এ দানের ফলে অচিরেই ভাগ্য ফিরে গেল। তার লাভ সৎকার বেড়ে গেল। ধনবান শ্রেষ্ঠীতে পরিণত হলেন। সবাই তার প্রশংসা করতে লাগল।

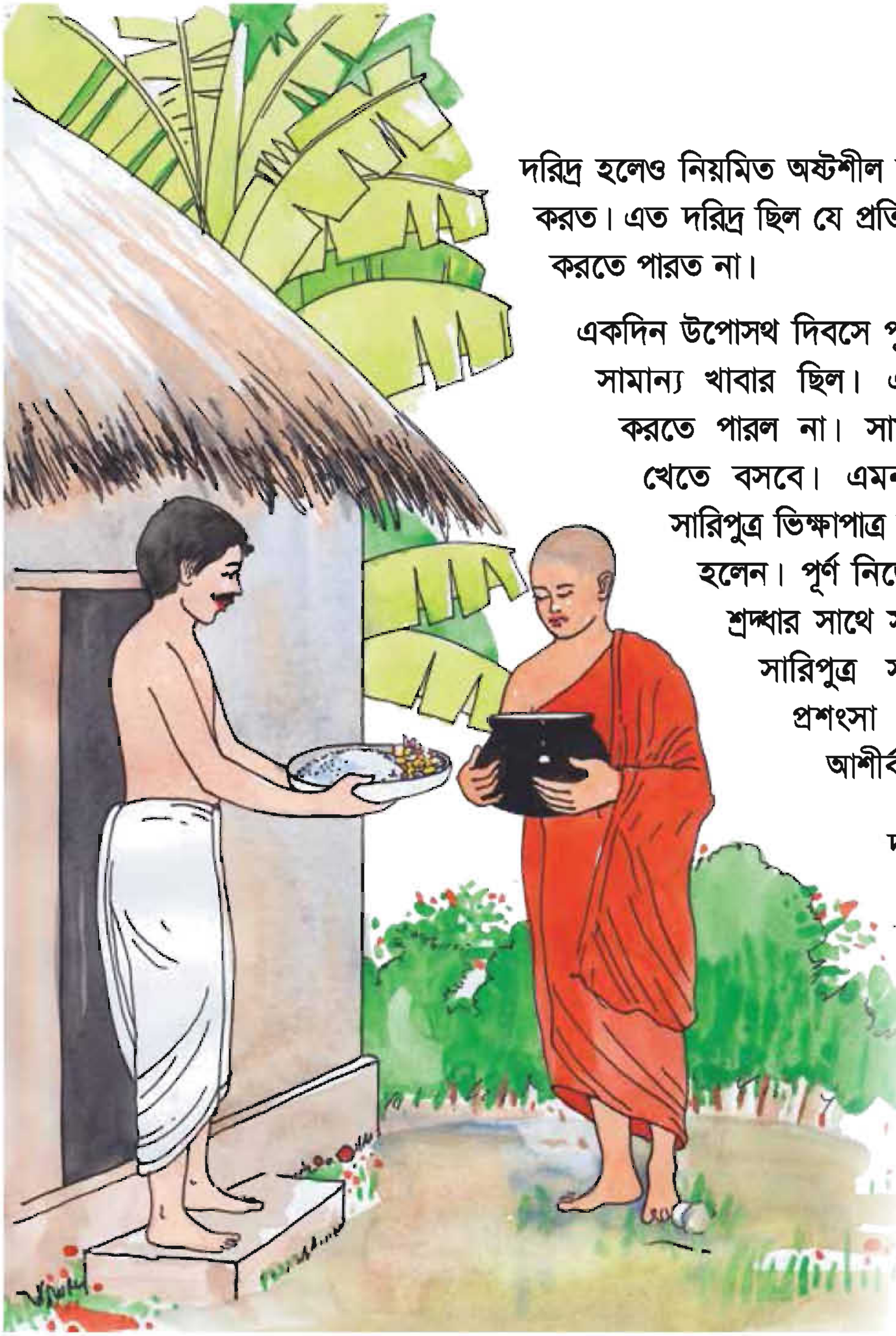

সারিপুত্র ভিক্ষা পাত্রে পূর্ণের দান গ্রহণ

অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ কাহিনীটি নিম্নরূপ :

শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে এক ব্যাধ বাস করত। প্রাণিহত্যা ছিল তার জীবিকা। নন্দ প্রতিদিন মাংস বিক্রয় করত। মাংস ছাড়া সে ভাত খেত না। একদিন খেতে বসে সে দেখল মাংস ২০২৫

নেই। তার পাকশালার সামনেই ছিল একটি গরু। গরুটি আপন মনে ঘাস খাচ্ছিল। নন্দ ধারালো অস্ত্র নিয়ে তৎক্ষণাৎ গরুটির জিব কেটে ফেলল। আগুন জ্বেলে জিবটি সেঁকে নিল। তারপর পরমানন্দে খেতে লাগল।

পাপ কর্মের ফল ভয়াবহ। নন্দের জিবটি থালায় পড়ে গেল। নন্দ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে মারা গেল। নন্দ পাপ করেছিল। তাই সে দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হলো।

জগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ। মানুষ কায়, বাক্য ও মনে কুশলকর্ম বা সৎকর্ম করতে পারে। কুশল কর্ম সুখদায়ক। সব সময় কুশল কর্ম করবে। সর্বদা সত্যকথা বলবে। পশুপাখিকে কষ্ট দেবে না। এমন কাজ করবে না যাতে মা–বাবা কষ্ট পায়।

অকুশল কর্ম করলে পাপ হয়। সকলের অপ্রিয় হতে হয়। কেউ ভালোবাসে না, পছন্দ করে না। তোমরা কাউকে হিংসা করবে না। মন্দ বলবে না। অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকবে।

ধারালো ছুরি হাতে ব্যাধ নন্দ, পাশে একটি গাভী

২০২০

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. মনের চেতনা বা ইচ্ছাকে কী বলা হয়?

ক. কর্ম	খ. ধর্ম
গ. বর্ণ	ঘ. পুণ্য

২. কী করলে মানুষ অল্পায়ু হয়?

ক. কুশল কর্ম	খ. সদ্‌কর্ম
গ. প্রাণিহত্যা	ঘ. হিত কর্ম

৩. কুশল কর্মের ফল কী রূপ?

ক. ভয়াবহ	খ. কুফল দায়ক
গ. অহিতকর	ঘ. সুখদায়ক

৪. সারিপুত্র স্থবির ভিক্ষাপাত্র নিয়ে কার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন?

ক. ধনঞ্জয়	খ. পূর্ণ
গ. সঞ্জয়	ঘ. মৃৎময়

৫. সর্বদা কাদের শরণ নেবে?

ক. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ	খ. বুদ্ধ, মানব ও দেবতা
গ. ধর্ম, জাতি ও দেবতা	ঘ. সংঘ, দেবতা ও জন্তু

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. কুশল কর্ম বলতে .... বোঝায়।
২. খারাপ কাজকে .... কর্ম বলে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে .... করে।

২০২০

৪. মাতা-পিতাকে .... করবে।
৫. সারিপুত্র স্থবির .... দানের প্রশংসা করলেন।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. কুশল কর্মের দ্বারা	১. নিয়ন্ত্রণ করে।
২. খারাপ কাজকে	২. রত থাকবে।
৩. জগতে কর্মই প্রাণীগণকে	৩. এক ব্যাধ বাস করত।
৪. দান, শীল, ভাবনায়	৪. মানুষ নীরোগ হয়।
৫. শ্রাবস্তীতে নন্দ নামে	৫. অকুশল কর্ম বলে।
	৬. বিরত থাকবে।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. মানুষ কিসের অধীন?
২. খারাপ কাজকে কী বলা হয়?
৩. পূর্ণ উপোসথ দিবসে কোন শীল পালন করত?
৪. নন্দ প্রতিদিন কী বিক্রয় করত?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝায়?
২. অকুশল কর্মের কুফল বর্ণনা কর।
৩. 'মানুষ কর্মের অধীন।'—এ কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
৪. কুশল কর্মের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৫. ব্যাধ নন্দের কর্মফলের কাহিনীটি সংক্ষেপে লেখ।

সপ্তম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পর সারনাথে পাঁচজন শিষ্যকে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে খ্যাত। তাঁরা হলেন কৌণ্ডিণ্য, ভদ্রিয়, বপ্প, মহানাম ও অশ্বজিত। এরপর আরও অনেকে সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের শিষ্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন অন্যতম। পরবর্তীতে যাঁরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরাই প্রশিষ্য। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে পটাচারা, অনোপমা, সুমনা, ইসিদাসী, সুমেধা, ক্ষেমা উল্লেখযোগ্য। অনেকে সংসারী হয়েও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন : যেমন-রাজা বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা। তাঁরা হলেন বুদ্ধের গৃহী শিষ্য।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের অবদান কম নয়। ভিক্ষু শিষ্যরা বিনয়ী ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। গৃহী-শিষ্যরা ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। তাঁরা মানুষকে দয়া, সংযম, শৃঙ্খলা ও উদারতা শিক্ষা দিয়েছেন। বিনয়ী ভিক্ষু ও সৎ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করলে ব্যক্তি জীবন সুখের ও সার্থক হয়।

বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে কয়েকজনের জীবন-বৃত্তান্ত নিচে দেওয়া হলো :

মহাকাশ্যপ স্থবির

মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রাম ছিল। সে গ্রামের কপিল ব্রাহ্মণের গৃহে এক শিশুর জন্ম হয়। তাঁর নাম রাখা হয় পিপ্‌ফলী। তিনি যৌবনে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্জনে অবস্থান করতেন। মা-বাবার একান্ত অনুরোধে ভদ্রা কপিলানির সাথে তাঁর বিয়ে হয়। কিন্তু দুজনেই প্রব্রজ্যা প্রার্থী ছিলেন। তাঁরা দুজনে দুদিকে যাত্রা করলেন। এ সময় পৃথিবী কম্পিত হয়। এতে সম্যক সম্বুদ্ধ অবগত হলেন যে পিপ্‌ফলী ও ভদ্রা কপিলানি অগাধ ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছেন। তাই এ ভূকম্পন।

ভগবান বুদ্ধ পাত্র চীবর নিয়ে বের হন। তিনি রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী বৃক্ষমূলে পদ্মাসনে উপবেশন করলেন। ব্রহ্মচারী পিপ্‌ফলী বুদ্ধকে দেখেই চিনতে পারলেন। তিনবার বন্দনা করে বললেন, 'ভন্তে, ভগবান! আপনিই আমার শাস্তা। আমি আপনারই শ্রাবক।

অতঃপর ভগবান বললেন, 'কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী কম্পিত হয়েছে। কাশ্যপ, উপবেশন করো। তোমাকে আমার দায়াদ (উত্তরাধিকারী) করব। তারপর বুদ্ধ তাঁকে ত্রিশরণ সহ উপসম্পদা প্রদান করেন। তখন আবার পৃথিবী কম্পিত হয়।

সেখান থেকে উঠে বুদ্ধ মহাকাশ্যপকে নিয়ে যাত্রা করলেন। মহাকাশ্যপের শরীরে সপ্ত মহাপুরুষের লক্ষণ ছিল। তাঁরা উভয়ে কিছুদূর গিয়ে এক বৃক্ষতলে বসলেন। বুদ্ধ ও মহাকাশ্যপ উভয়ে একে অপরের সংঘাটি চীবর পরিবর্তন করলেন। মহাকাশ্যপ ভগবানের নিকট হতে তেরো প্রকার ধূতাঙ্গ ব্রত শিক্ষা করেন। অষ্টম দিবসে চার প্রকার প্রতিসম্ভিদার সাথে অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনিই হচ্ছেন গৌতম বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এ সংগীতিতে মহাকাশ্যপ স্থবির ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সভাপতিত্ব করেন। এতে বুদ্ধবাণী সংক্ষরণ করা হয়।

বঙ্গীস স্থবির

পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় বঙ্গীস হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। সে সময় তিনি বহু বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন।

গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীতে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন। তিনি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন। এক গুরুর নিকট মৃত শির মন্ত্র শিক্ষা করেন। এ মন্ত্র শিখে ব্রাহ্মণ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতেন। তিনি তিন বছর পূর্বের মৃত শির দেখে সে ব্যক্তির জন্মবৃত্তান্ত বলতে পারতেন। তিনি বুদ্ধের বিবিধ গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর নিকট যেতে চাইলেন। তাঁর পিতা বললেন, "তুমি সেখানে গেলে শ্রমণ গৌতম তোমাকে মায়াজালে আকৃষ্ট করবেন। তুমি তাঁর কাছে যাবে না। তিনি পিতার নিষেধ সত্ত্বেও বুদ্ধের নিকট গেলেন। বুদ্ধ বললেন,"বঙ্গীস তুমি কি কোনো শিল্পকর্ম জানো?" বঙ্গীস উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, মৃত শির মন্ত্র জানি।"

বুদ্ধ তাঁকে পরীক্ষার জন্য তিনটি মৃত শির এনে দিলেন। মৃত মানুষের জন্ম প্রাপ্ত দুটো শির পরীক্ষা করে যথাযথ বলে দিলেন। কিন্তু নির্বাণ প্রাপ্ত শির সম্পর্কে কিছু বলতে পারলেন না। বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট তৃতীয় শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন। বুদ্ধ বললেন, 'তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। আমি মন্ত্র শিক্ষা দেব।' বঙ্গীস ভাবলেন, সমস্ত মন্ত্র শিক্ষা করলে আমি জগতে আরও খ্যাতি লাভ করতে পারব। বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা

বঙ্গীসকে পরীক্ষা করার জন্য রাখা মৃত শির

প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধের আদেশে নিগ্রোধকপ্প তাঁকে প্রব্রজ্যা দিলেন। তিনি অচিরেই অর্হত্বফল লাভ করলেন।

থেরগাথা গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বঙ্গীস বহুগাথা ভাষণ করেছেন। গাথাগুলো উপদেশপূর্ণ। তিনি বলেছেন, মৈত্রীপূর্ণ সৎবাক্যই উত্তম। কাউকে অপ্রিয় বাক্য বলা উচিত নয়। এরূপ বাক্য বলে কাউকে কষ্ট দেবে না। সর্বদা সুভাষিত বাক্য বলবে। সৎবাক্য অমৃত সদৃশ।

২০২০

মহাপ্রজাপতি গৌতমী

মহাপ্রজাপতি গৌতমী দেবদহ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সিদ্ধার্থের মাতা মায়াদেবীর ছোট বোন। রাজা শুদ্ধোদন উভয় বোনকে বিয়ে করেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমী সিদ্ধার্থের লালন-পালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নন্দের মাতা। নিজ পুত্রের দেখাশোনার ভার ধাত্রীর হাতে অর্পণ করেন। একসময় বুদ্ধ বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন। তখন রাজা শুদ্ধোদন দেহত্যাগ করেন। রাজা শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী সংসার ত্যাগের সংকল্পে আবদ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের অনুমতি লাভের অপেক্ষায় ছিলেন।

সখীগণসহ মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুণীধর্ম প্রার্থনারত। বুদ্ধের পাশে আনন্দ স্থবির

এ সময় শাক্য ও কোলীয়দের সাথে রোহিনী নদীর জল নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এ কলহের মীমাংসার জন্য বুদ্ধ কপিলাবস্তু এলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী পাঁচশত শাক্য রমণীসহ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তিনি বুদ্ধের নিকট ভিক্ষুণীব্রত পালনের অনুমতি

২০২০

প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাতে সম্মত না হয়ে বৈশালী চলে যান।

মহাপ্রজাপতি গৌতমী হতাশ হলেন না। তিনি পাঁচশত সহচরীসহ বৈশালী গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণের জন্য বুদ্ধকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন। এবারও বুদ্ধ সম্মত হলেন না। পরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ স্থবিরের অনুরোধে সম্মত হন। এভাবে প্রথম ভিক্ষুণী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌতমী মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি নিজে সুতা ও কাপড় তৈরি করে ভিক্ষুসংঘকে দান দিতেন। নারী জাতির উন্নতির জন্য তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। তিনি বুদ্ধের গুণাবলি স্মরণ করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে অর্হত্বফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁকে ভিক্ষুণী সংঘের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থ থেরীগাথায় ৭৩ জন ভিক্ষুণীর জীবনকথা লেখা আছে। তাঁদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর স্থান সবার ওপরে। তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।

মৃত ছেলে কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট কৃশা গৌতমী

কৃশা গৌতমী

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র পরিবারে কৃশা গৌতমী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। বিবাহিতা জীবনে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। লোকে তাঁকে অনাথা বলত। পরে

২০২০

এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তাতে সম্মান লাভ করলেন। পুত্রটি শিশুকাল অতিক্রম করতে লাগল। ঐ সময় তার মৃত্যু হয়।

মাতা শোকে উদভ্রান্ত হলেন। উন্মাদিনী হয়ে মৃত পুত্রটি কোলে নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বললেন, 'সন্তানের জন্য ঔষধ দাও'। নগরবাসী ঘৃণাভরে বলল, 'ঔষধ? কি জন্য'? শোকাতুরা জননী তাদের কথা বুঝতে পারলেন না। অবশেষে এক ব্যক্তি নারীর বেদনা বুঝতে পারল। তিনি মহামানব বুদ্ধের নিকট গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে বলল। কৃশা গৌতমী জেতবন বিহারে গিয়ে বুদ্ধের নিকট ঔষধ প্রার্থনা করলেন। গৌতমী বললেন, 'ভগবান আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন'। বুদ্ধ বললেন, 'মানুষ মারা যায়নি এমন ঘর থেকে এক মুঠো সরিষা নিয়ে এসো।' কৃশা গৌতমী সরিষার জন্য ঘরে ঘরে গেলেন। কিন্তু মানুষ মারা যায়নি এমন পরিবার খুঁজে পেলেন না। তিনি দেখলেন জীবিতের চেয়ে মৃতের সংখ্যাই বেশি। একথা চিন্তা করে তাঁর মনের দুঃখ অনেকটা লাঘব হলো। তিনি শ্মশানে গিয়ে মৃত পুত্রের দেহ সৎকার করলেন। তারপর তিনি বুদ্ধের নিকট আবার উপস্থিত হলেন।

বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার মৃত ছেলের জন্য সরিষা পেয়েছ?' কৃশা গৌতমী বললেন, 'ভগবান! শস্যবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষাদান করুন। বুদ্ধ বললেন, 'মানুষ মরণশীল। জন্ম নিলে মৃত্যু হবে।' ভগবান একটি উদাহরণ দিয়ে উপদেশ দিলেন, 'প্রবল বন্যা যেমন ঘুমন্ত গ্রাম ভাসিয়ে নেয় তেমনি মৃত্যুও সকলকে হরণ করে।' বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্রোতাপন্ন হয়ে ভিক্ষুণীধর্ম পালনের প্রার্থনা করলেন। তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হলো। তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি ভিক্ষুণীধর্মের নিয়ম যথাযথ পালন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁকে জেতবনের ভিক্ষুণীসংঘ সম্মেলনে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়।

সম্রাট অশোক

মৌর্য বংশের রাজা বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন অশোক। তিনি প্রথম জীবনে খুবই নিষ্ঠুর ছিলেন। কলিঙ্গে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিন্দুসার পুত্রকে তথায় পাঠান। তিনি কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি লোক নিহত হয়। বহু লোক আহত হয়। যুদ্ধের এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। হঠাৎ তাঁর মনে পরিবর্তন আসে।

একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। এমন সময়

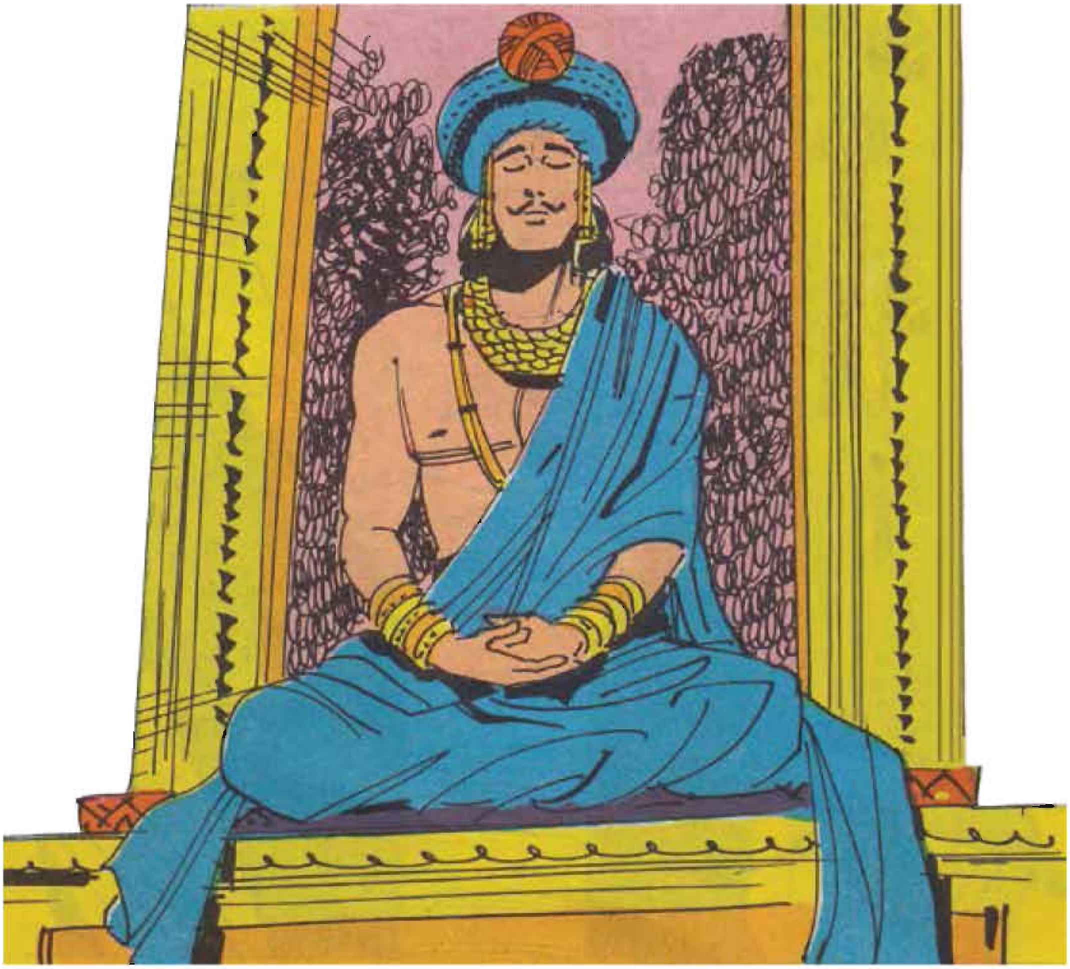

রাজা অশোক

ন্যাগ্রোধ শ্রমণ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রমণের ধীর গতি ও শান্ত ভাব দেখে তিনি মন্ত্রীকে দিয়ে তাঁকে ডেকে আনেন। নিগ্রোধ শ্রমণ রাজার আসনে বসলেন। রাজা বুদ্ধের ধর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শ্রমণ উত্তরে বললেন, 'অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ।'

এসময় তিনি মৈত্রীময় ও কল্যাণকর বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সম্রাট অশোক ন্যাগ্রোধ শ্রমণের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। এরপর আর কখনো রাজ্য জয়ের জন্য যুদ্ধ করেননি। ভালোবাসা দিয়ে শত্রুকে জয় করার সংকল্প গ্রহণ করেন। জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বাকি জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁর রাজ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মমহামাত্র নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে থাকেন। তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে ধর্মপ্রচারের জন্য শ্রীলংকা পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় পাটলিপুত্রে

২০২০

তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি সর্বপ্রকার সহায়তা করেন। সম্রাট অশোক প্রজাদের নৈতিক জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধের অনুশাসন রাজ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের স্তম্ভে বুদ্ধের বাণী খোদিত করিয়ে দেন।

সম্রাট অশোক বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন। যেখানে গিয়েছেন সেখানে স্মারক স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। সেগুলো অশোক স্তম্ভ নামে পরিচিত। তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন। সকলকে মুক্তহস্তে দান করতেন। তাঁর রাজ্যে সকল ধর্মের লোক সুখে ও শান্তিতে বাস করত।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের গৃহী নাম কী ছিল?

ক. দোলন　　খ. পিপ্‌ফলী
গ. পুলিন　　ঘ. অনিল

২. বঙ্গীস কিসে পারদর্শী ছিলেন?

ক. মহাভারতে　　খ. ধনুর্বিদ্যায়
গ. জ্যোতিষশাস্ত্রে　　ঘ. ত্রিবেদে

৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

ক. দেবদহ নগরে　　খ. সাংকাশ্য নগরে
গ. পাটলীপুত্র নগরে　　ঘ. শ্রাবস্তী নগরে

৪. বুদ্ধ কৃশা গৌতমীকে কী আনতে পাঠিয়েছিলেন?

ক. লবণ　　খ. মরিচ
গ. সরিষা　　ঘ. চাল

৫. সম্রাট অশোক কার নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন?

ক. শীলানন্দ শ্রমণ　　খ. ন্যাগ্রোধ শ্রমণ
গ. কাত্যায়ন শ্রমণ　　ঘ. উপালি শ্রমণ

২০২০

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বুদ্ধের শিষ্য–প্রশিষ্যদের .... কম নয়।
২. কাশ্যপ, তোমার গুণেই পৃথিবী ....হয়েছে।
৩. বঙ্গীস বুদ্ধের নিকট .... শিরের মন্ত্র শিখতে চাইলেন।
৪. গৌতমী মহিলাদের .... হওয়ার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন।
৫. মৌর্য বংশের রাজা .... পুত্র ছিলেন অশোক।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ব্রহ্মচারী পিপ্‌ফলী বুদ্ধকে	১. হাঁ, মৃত শির মন্ত্র জানি।
২. তাঁরা উভয়ে কিছুদূর গিয়ে	২. ঔষধ প্রার্থনা করলেন।
৩. বঙ্গীস উত্তরে বললেন	৩. প্রমাদ মৃত্যুর পথ।
৪. কৃশা গৌতমী বুদ্ধের নিকট গিয়ে	৪. দেখেই চিনতে পারলেন।
৫. অপ্রমাদ অমৃতের পথ,	৫. এক বৃক্ষতলে বসলেন।
	৬. উপোসথ শীল পালন করা দরকার।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বুদ্ধের চারজন গৃহী শিষ্যের নাম লেখ।
২. প্রথম সংগীতিতে কে ভিক্ষুসংঘের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
৩. বঙ্গীস কে ছিলেন?
৪. সিদ্ধার্থের জন্মের কয় দিন পর মায়াদেবীর মৃত্যু হয়?
৫. কৃশা গৌতমী শ্রাবস্তীর কোন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. মহাকাশ্যপ স্থবিরের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা কর।
২. বঙ্গীস কী কী শিল্প কর্ম জানতেন? তিনি কীভাবে বুদ্ধের নিকট দীক্ষা লাভ করেন?
৩. মহাপ্রজাপতি গৌতমীর ভিক্ষুণীধর্ম গ্রহণের বর্ণনা দাও।
৪. শোকাতুরা কৃশা গৌতমীকে বুদ্ধ কীভাবে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন?
৫. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান আলোচনা কর।

২০২১

অষ্টম অধ্যায়

জাতক পরিচিতি

জাতক

পালি ভাষায় রচিত 'জাতক' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম কাহিনী। অতীতকালে বুদ্ধ নানা কর্মফল ও পুণ্য প্রভাবে বিভিন্ন কুল ও বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পূর্বজন্মের এ কাহিনীগুলোকে জাতক বলা হয়। বুদ্ধ নিজেই বিভিন্ন সময় ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় জাতক কাহিনীগুলো বলতেন।

জাতকের অংশ ও বিষয়বস্তু

প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ বা ভাগ আছে।

১. প্রত্যুৎপন্ন বস্তু (ভূমিকা) : বুদ্ধ গল্পটি কোথায়, কখন, কাকে বলেছেন তার নির্দেশ।

২. অতীত বস্তু (মূল বিষয়বস্তু) : এক ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ করে বুদ্ধ জাতকটি বলেছেন। এই মূল জাতকটিই অতীত জীবনের কাহিনী শিষ্যদের কাছে ব্যক্ত করেছেন।

৩. সমবধান (সমাধান) : অতীত জীবনের একে অপরের সাথে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক স্থাপনই সমবধান। অতীতের বোধিসত্ত্বই বর্তমানের বুদ্ধ।

মূল জাতক গদ্য ও পদ্যে রচিত। বৌদ্ধ সাহিত্যে ৫৫০টি জাতক আছে। জাতকের গল্পগুলো আখ্যায়িকা হিসেবে পরিচিত। এর গুরুত্ব ও প্রাচীনত্ব অপরিসীম। জাতকের বিশেষত্ব হিতোপদেশ নয়; গল্প বলা ও ধর্মীয় নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করাই প্রধান। তাই জাতক লোকহিতকর নানা উপদেশপূর্ণ অমূল্য রত্নভাণ্ডার।

জাতক পাঠের উপকারিতা

জাতক কাহিনীগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। এর উপদেশ খুবই সুন্দর ও মজার। জাতকের উপদেশ ও নীতি শিক্ষা মানুষকে মৈত্রীপরায়ণ, দয়াবান, সৎ ও আদর্শবান হতে শেখায়। জাতক পাঠে নীতি–নৈতিকতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, মানবতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। তাই প্রত্যেকের জাতকের উপদেশ মেনে চলা উচিত। জাতক পাঠ ও শিক্ষার মাধ্যমে গল্প বলা এবং গল্পের বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজতর হয়।

জাতকের গুরুত্ব

জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক সর্বজনীন শিক্ষার বিষয়। বোধিসত্ত্ব জন্ম–জন্মান্তরে অনেক সুকর্ম ও পুণ্যপারমী পূরণ করেছিলেন। তারই বর্ণনা হলো জাতক। তোমরা জাতকের নানা সুকর্ম কাহিনী জেনে নিজেরাও ভালো কাজ করতে আগ্রহী হবে। ভালো কাজ করলে অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। আদর্শ ও নৈতিক জীবন গঠন করা যায়। জাতক পাঠে জ্ঞান ও সাহস বাড়ে। ভালো কাজে আগ্রহী হওয়া যায়। জাতকে মানুষের দায়িত্ব, কর্তব্য সম্পর্কে দিক নির্দেশনা আছে। জাতকের উপদেশগুলো অনুসরণ করলে মহত্ত্বতা ও মহানুভবতা বাড়ে। সাহিত্য হিসেবেও জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।

জাতকের উপদেশ প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণ এবং প্রতিপালন করা দরকার। কারণ সৎ ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব বলে শেষ করা যায় না। তাই শিশু–কিশোর সকলের জন্য জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম।

তোমরা এ অধ্যায়ে পাঁচটি জাতক কাহিনী জানতে পারবে।

সুবর্ণহংস জাতক

অতীতকালে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এক ব্রাহ্মণ কন্যার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তখন তাঁর ছিল তিন কন্যা– নন্দা, নন্দবতী, ও সুন্দরীনন্দা। বোধিসত্ত্ব অকালে মারা যান। তাঁর স্ত্রী ও তিন কন্যা খুব অভাবে পড়ল। প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে তারা খাবার জোগাত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুবর্ণহংস অর্থ সোনার হাঁস। তাঁর দেহের পালকগুলো ছিল সোনালি রঙের। একদিন তাঁর পূর্ব জন্মের কথা মনে পড়ল। ব্রাহ্মণী ও তাঁর কন্যারা কেমন আছে জানার ইচ্ছে হলো। খোঁজ নিয়ে জানলেন তারা অতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছে। পরের বাড়িতে দাসীর কাজ করছে। বোধিসত্ত্ব মনে বড় দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন, কীভাবে তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করবেন? একদিন তিনি তাদের কুঁড়ে ঘরের দরজায় হাজির হলেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যারা সোনার হাঁস দেখে অবাক হলেন। তারা জিজ্ঞেস করল, প্রভু, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বোধিসত্ত্ব তখন তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। মেয়েদের বললেন, আমি তোমাদের বাবা। মৃত্যুর পর সুবর্ণহংস হয়ে জন্মেছি। আমি তোমাদের দুঃখ কষ্ট দূর করব। মাঝে মাঝে আমি একটি করে সোনার পালক দেব। পালক বিক্রি করে টাকা পাবে। সেই টাকায় সংসার চলবে। আর অভাব থাকবে না।

এই বলে একটি পালক দিয়ে চলে গেলেন। ব্রাহ্মণী ও তার মেয়েরা ভারি খুশি। এভাবে বোধিসত্ত্ব মাঝে মাঝে এসে পালক দিয়ে যেতেন। তারা পালক বিক্রি করে অনেক টাকা পেত। তাদের আর কোনো অভাব রইল না। মহাসুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্রাহ্মণীর লোভ বেড়ে গেল। সে মেয়েদের ডেকে বলল, ইতর প্রাণীদের বিশ্বাস নেই। একদিন হয়তো এখানে আসা বন্ধ করে দেবে। তখন আমাদের কোনো উপায়

সুবর্ণ হংস, ব্রাহ্মণী ও তিন কন্যা

থাকবে না। কাজেই এবার এলে তাঁর সমস্ত পালক তুলে নেব। মেয়েরা বাপের কষ্ট হবে ভেবে রাজি হলো না। কিন্তু ব্রাহ্মণীর যেই কথা সেই কাজ। তার লোভ সামলাতে পারল না।

একদিন বোধিসত্ত্ব পূর্বের ন্যায় এলেন। ঠোঁটে সোনার পালক। ব্রাহ্মণী তাঁকে আদর করে ঘরে ডেকে নিল। জোর করে ধরে তাঁর সমস্ত পালক উপড়ে নিতে লাগল। বোধিসত্ত্ব

ব্যথায় ছটফট করতে লাগলেন। এতেও ব্রাহ্মণীর মনে কোনো মায়া-মমতা হলো না। বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পালক তুলে নিল। পালকগুলো মুহূর্তে সাদা হয়ে গেল। ব্রাহ্মণী হায় হায় করতে লাগল। সুবর্ণহংসটি মারা গেল।

সেজন্য বলা হয়েছে–

যা কিছু পাও, তাতেই তুষ্ট রাখ মন
পাপাচারে রত থাকে অতি লোভী জন।

জাতকটি পড়ে তোমরা অতি লোভের পরিণতি জানলে। ব্রাহ্মণী লোভ করতে গিয়ে সব হারাল। পাপের শাস্তি কেউ এড়াতে পারে না। তারা আবার গরিব হয়ে গেল। তোমরা কখনো লোভ করবে না। যা পাবে, তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। অতি লোভের ফল কখনো ভালো হয় না। লোভের কারণে মানুষের সর্বনাশ হয়। জীবনে কষ্ট ভোগ করে।

উপদেশ : অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোনো উদীচ্য এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর সংসার খুব দুঃখময়। গৃহত্যাগ বরং সুখকর– এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। পাঁচশত তপস্বী তার শিষ্য হন।

তপস্বী রাজাকে দেখেও উঠলেন না

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগরে ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারাণসীতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি

হয়ে বর্ষার চার মাস কাটিয়ে দেন। তারপর তিনি বিদায় নেয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ে আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশত শিষ্যের দেখাশোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বোধিসত্ত্বের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার আচার্য গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।

এই বলে বারাণসীতে গিয়ে আচার্যকে বন্দনা করে পাশে একটি মাদুর পেতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এ সময় তপস্বীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্বীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন। নবাগত তপস্বী রাজাকে দেখেও বিছানা থেকে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ। রাজা নতুন তপস্বীকে বন্দনা করার পরও তপস্বী উঠলেন না। রাজা ভাবলেন তপস্বী বোধ হয় তাকে অবজ্ঞা করছেন। কাজেই তিনি একটু বিরক্ত হলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, প্রভু, এই তপস্বী বোধ হয় খুব বেশি মাত্রায় আহার করেছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ বলেছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্বী হয়ে এখন যে সুখ পেয়েছেন তা রাজ্য সুখ ভোগ করার সময় পান নি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণ ধ্যান সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে এ রকম বলেছেন– এই বলে বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়।

কামনা–অতীত সেই পুরুষ প্রবর,
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরন্তর।

কামনা বাসনা যার মধ্যে নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারও ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না, নিজের কিছু রক্ষা করার জন্যও চিন্তিত হন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে থেকে গেলেন। তিনি প্রাপ্ত বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ত্যাগেই সুখ, ভোগে সুখ নেই।

সেরিবাণিজ জাতক

অতীতে বোধিসত্ত্বের রাজত্বকালে অন্ধপুর নামে এক নগরী ছিল। এই নগরীতে দুই জন ফেরিওয়ালা বাস করত। একজনের নাম সেরিবান, অন্যজনের নাম সেরিবা। তারা ফেরি করতে গেলে কোন রাস্তায় যাবে ঠিক করে নিত। একজন যেদিকে যেত অন্যজনও পরে

ফেরিওয়ালা সেরিবান, ঠাকুরমা ও নাতনি

সেদিকে যেতে পারত। একসময়ে অন্ধপুরে ছিল এক সম্পদশালী শ্রেষ্ঠী পরিবার। পরবর্তীতে এই পরিবার তাদের ধনসম্পদ হারিয়ে ফেলে। ফলে তারা গরিব হয়ে যায়।

এক দরিদ্র পরিবারে মাত্র দুইজন জীবিত ছিল। একজন বালিকা ও তার বৃদ্ধ ঠাকুরমা। তারা অতি কষ্টের মধ্যে দিন কাটাত।

সুদিনে এই পরিবারের প্রধান একটি সোনার থালায় খাবার খেতেন। সেটি তখনও ছিল। কিন্তু অনেকদিন ব্যবহার না করাতে থালাটি ময়লা হয়ে গিয়েছিল। সোনার থালা বলে মনেই হতো না। ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল অতি লোভী ও ধূর্ত। একদিন সে শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। 'কলসি কিনবে, কলসি কিনবে'– এভাবে সে ডাক দিল। তা শুনে বালিকাটি বলল–ঠাকুরমা আমাকে একটি কলসি কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন– বাছা, আমরা গরিব, পয়সা পাব কোথায়? বালিকা সোনার থালাটি তাকে দিল। বলল–'এটা তো আমাদের কোনো কাজে আসে না।' ঠাকুরমা ফেরিওয়ালা সেরিবাকে ডাকলেন। তাকে বসতে বলে সোনার থালাটি দিলেন। বললেন– এর বদলে আমার নাতনিকে একটা কোনো জিনিস দাও। ফেরিওয়ালা সেরিবা থালাটি দুই একবার উল্টে পাল্টে দেখল। পরীক্ষা করে দেখল থালাটি সোনার। তার মনে দুর্বুদ্ধি এল। দুই জনকে ঠকিয়ে কীভাবে সোনার থালাটি নেওয়া যায়। সে বলল– এটার পরিবর্তে সিকি পয়সাও তো দেওয়া যাবে না।

সেরিবা অবজ্ঞার ভান করে থালাটি মাটিতে ফেলে রেখে চলে গেল। একটু পরেই–ফেরিওয়ালা সেরিবান এ পথে এল। কলসি কিনবে, কলসি কিনবে– বলতে বলতে সেই বাড়ির

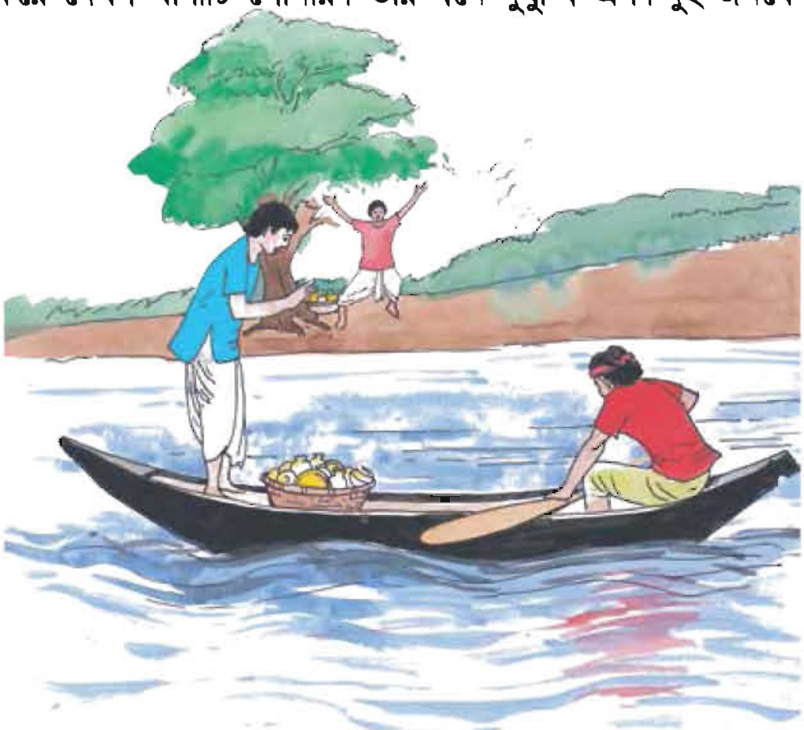

লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা এবং নৌকা দিয়ে নদী পার হয়ে যাচ্ছে সেরিবান

২০২৩

সামনে দাঁড়াল। বালিকা তার ঠাকুরমাকে গিয়ে আবার বলল।

ঠাকুরমা বললেন–থালাটির কোনো দাম নেই। কোনো কিছুই ফেরিওয়ালা দেবে না।

বালিকা বলল–ঠাকুরমা, ওই ফেরিওয়ালা ভালো লোক নয়। এই লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে। এ মনে হয় থালাটি নিয়ে কোনো জিনিস দিবে।

ঠাকুরমা সেরিবানকে ডেকে থালাটি তার হাতে দিলেন। সেরিবান থালাটি দেখা মাত্রই বুঝতে পারল এটি সোনার সেরিবান বলল– মা, এ থালাটির দাম লক্ষ মুদ্রা। আমার হাতে এত টাকা নেই।

ঠাকুরমা বললেন– এই মাত্র একজন ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলেছে, এর মূল্য সিকি পয়সাও নয়। আপনি ভালো লোক। থালাটি আপনাকেই দেব। আপাতত বিনিময়ে যা পারেন দিয়ে যান।

সেরিবানের হাতে পাঁচশত টাকা ও কিছু পণ্যদ্রব্য ছিল। সেরিবান আটটি টাকা ও দাঁড়িপাল্লা নিজের কাছে রাখল।

অবশিষ্ট টাকা ও পণ্যসামগ্রী ঠাকুরমা ও নাতনিকে দিল।

অতঃপর নদীর তীরে উপস্থিত হলো। নদীর তীরে ছিল একটি নৌকা। সেরিবান মাঝিকে বলল–তাড়াতাড়ি আমাকে পার করে দাও। এদিকে লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা আবার ফিরে এল। বৃদ্ধাকে বলল– ভেবে দেখলাম, তোমাকে কিছু টাকা দেব। থালাটি নিয়ে এসো। ঠাকুরমা বললেন– সে কী কথা বাপু? তুমি না বললে এর দাম এক পয়সাও নয়। এইমাত্র অন্য একজন ফেরিওয়ালা অনেক টাকা আর জিনিস দিল। পরিবর্তে সোনার থালাটি তাকেই দিলাম। লোকটি খুবই ভালো। মানুষকে ঠকায় না।

একথা শোনামাত্র লোভী সেরিবার মাথা ঘুরে গেল। সে পাগলের মতো ছুটাছুটি করতে লাগল। তার কাছে যে সব টাকা পয়সা ও মালপত্র ছিল তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল।

লোভী সেরিবা দৌড়াতে দৌড়াতে নদীর তীরে গেল। সৎ লোক সেরিবান তখন নদী পার হয়ে অপর তীরে গেল। দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন সেরিবা নদীর ওই তীরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। ক্ষোভে, অনুতাপে জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই সেরিবার মৃত্যু হলো। সৎ ফেরিওয়ালা সেরিবান সেই সোনার থালাটি বিক্রি করে অনেক টাকা লাভ করে। সেই টাকায় তিনি অনেক দান ধর্ম ও সাহায্য করে পুণ্য অর্জন করল। জীবনে সুখী হলো।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

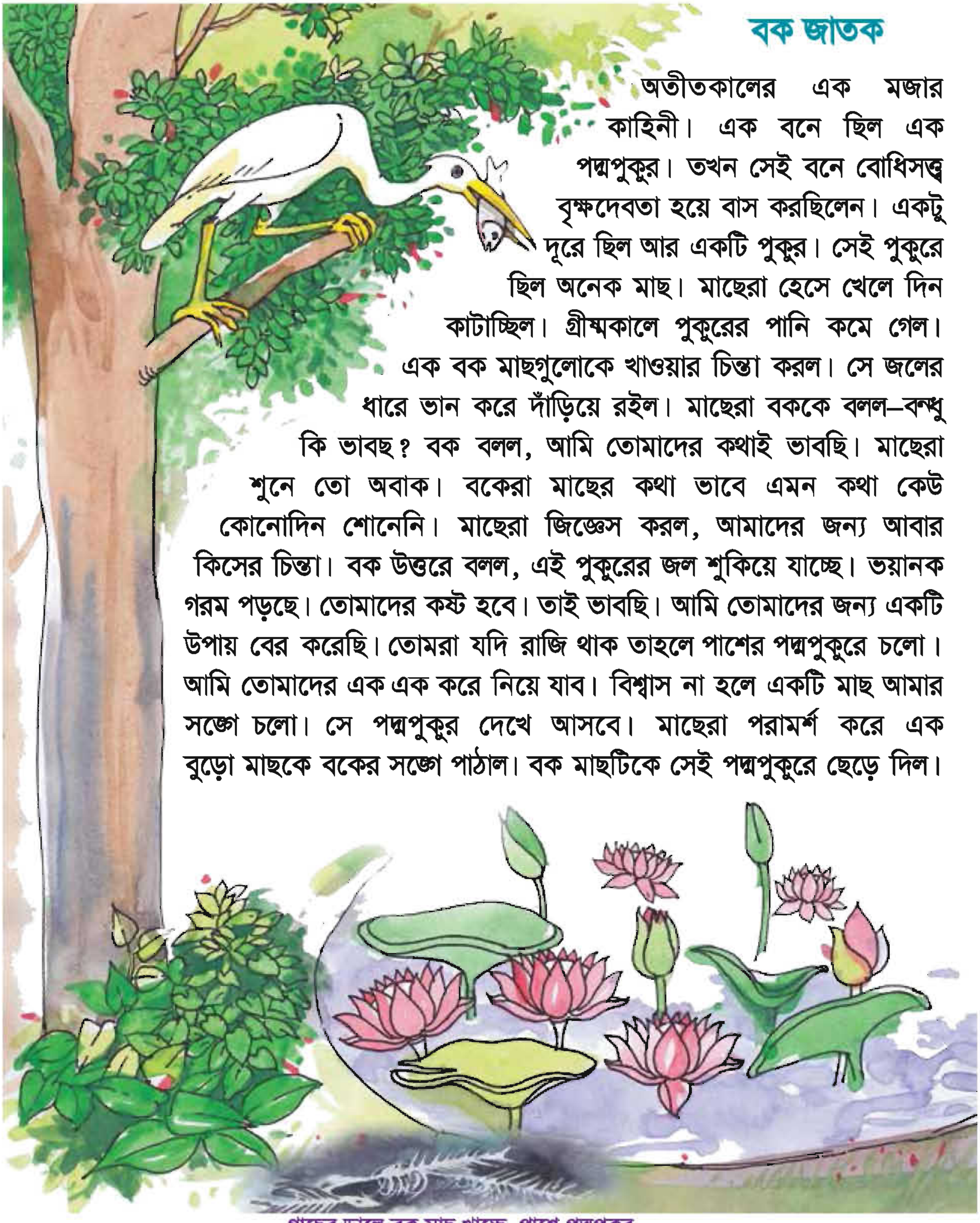

বক জাতক

অতীতকালের এক মজার কাহিনী। এক বনে ছিল এক পদ্মপুকুর। তখন সেই বনে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। একটু দূরে ছিল আর একটি পুকুর। সেই পুকুরে ছিল অনেক মাছ। মাছেরা হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছিল। গ্রীষ্মকালে পুকুরের পানি কমে গেল। এক বক মাছগুলোকে খাওয়ার চিন্তা করল। সে জলের ধারে ভান করে দাঁড়িয়ে রইল। মাছেরা বককে বলল–বন্ধু কি ভাবছ? বক বলল, আমি তোমাদের কথাই ভাবছি। মাছেরা শুনে তো অবাক। বকেরা মাছের কথা ভাবে এমন কথা কেউ কোনোদিন শোনেনি। মাছেরা জিজ্ঞেস করল, আমাদের জন্য আবার কিসের চিন্তা। বক উত্তরে বলল, এই পুকুরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক গরম পড়ছে। তোমাদের কষ্ট হবে। তাই ভাবছি। আমি তোমাদের জন্য একটি উপায় বের করেছি। তোমরা যদি রাজি থাক তাহলে পাশের পদ্মপুকুরে চলো। আমি তোমাদের এক এক করে নিয়ে যাব। বিশ্বাস না হলে একটি মাছ আমার সঙ্গে চলো। সে পদ্মপুকুর দেখে আসবে। মাছেরা পরামর্শ করে এক বুড়ো মাছকে বকের সঙ্গে পাঠাল। বক মাছটিকে সেই পদ্মপুকুরে ছেড়ে দিল।

গাছের ডালে বক মাছ খাচ্ছে, পাশে পদ্মপুকুর

বুড়ো মাছ সাঁতার কেটে এর বিশাল আকার বুঝতে পারল। বক আবার তাকে শুকনো পুকুরে নিয়ে এলো। বুড়ো মাছ পদ্মপুকুরের সুযোগ–সুবিধা বর্ণনা করল। মাছেরা তার কথা বিশ্বাস করল। তারা বকের সঙ্গে যেতে রাজি হলো। এরপর বক এক একটি করে মাছ নিয়ে যায়। আর গাছের ডালে বসে মাছ খায়। কাঁটাগুলো গাছের নিচে ফেলে দেয়।

এভাবে পুকুরটি মাছশূন্য হয়ে গেল। শেষে থাকার মধ্যে রইল এক কাঁকড়া। বক তাকেও খেতে ইচ্ছে করল। বক বলল, ওহে কাঁকড়া। সব মাছ পদ্মপুকুরে রেখে এলাম। এবার

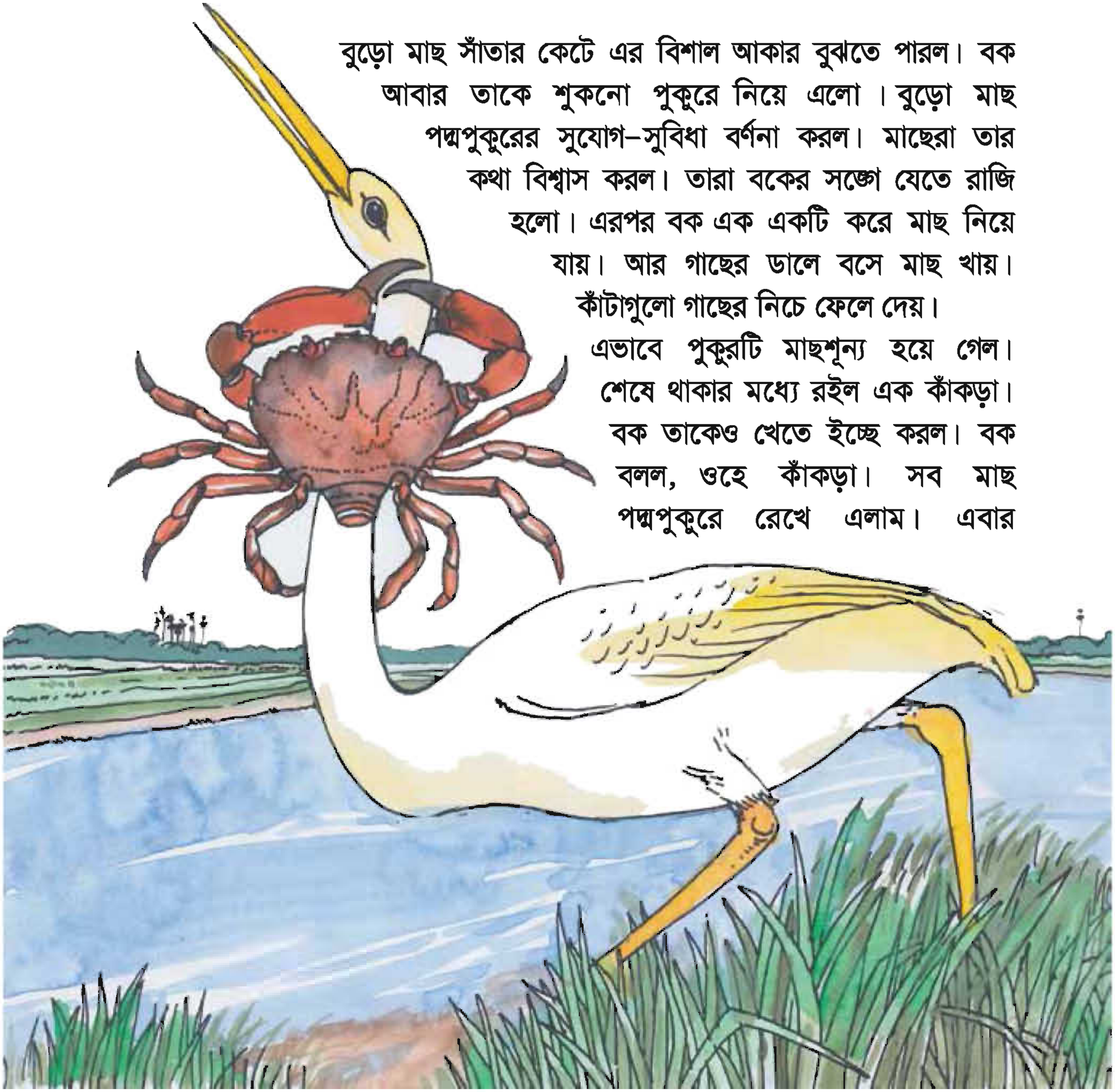

বক ও কাঁকড়া

তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই। আমার সঙ্গে চলো। কাঁকড়ার মনে সন্দেহ হলো। মাছগুলোকে বক হয়তো খেয়ে ফেলেছে। কাঁকড়া বলল নিতে চাও তো ভালো কথা তবে তোমার ঠোঁটে করে যাব না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে তাহলে আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। আমি পা দিয়ে তোমার গলা জড়িয়ে ধরব। তারপর আমাকে নিতে পার।

কাঁকড়ার উদ্দেশ্য না বুঝে বক তাতেই রাজি হলো। কাঁকড়া পা দিয়ে বকের গলা জড়িয়ে ধরল। বক তাকে নিয়ে প্রথমে সেই পদ্মপুকুর দেখাল। তারপর গাছের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়া বলল–আমাকে ওদিকে নিয়ে যাচ্ছ কেন? বক বলল, তুই আমার কাঁধে চড়েছিস। তাই বলে আমি কি তোর চাকর হয়েছি? গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখছিস না। সব মাছ খেয়েছি। এবার তোর পালা।

কাঁকড়া বলল–আমাকে মাছগুলোর মতো বোকা পেয়েছ? তুমি নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছ। আমাকে খাওয়া তো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দিব। কাঁকড়া তার পা দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরাতে লাগল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। সে প্রাণভয়ে বলল– প্রভু, আমাকে মারবেন না। আমি আপনাকে পদ্মপুকুরে ছেড়ে দিব। কাঁকড়া বলল– তবে তাই কর।

তখন বক পদ্মপুকুরের দিকে উড়ে চলল। কাঁকড়ার কথামতো তাকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে দিল। কাঁকড়া নামার সময় বকের গলা জোরে চাপ দিল। পায়ের চাপে বকের গলা দুই ভাগ হয়ে গেল। ফলে বকের মৃত্যু হলো। এর পর থেকে কাঁকড়া পদ্মপুকুরে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বৃক্ষদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব কাঁকড়ার বুদ্ধির প্রশংসা করলেন।

জাতকটি পড়ে তোমরা কী বুঝলে? বেশি চালাকি করা ভালো নয়। বকের পরিণতি থেকে তা তোমরা বুঝতে পারলে।

উপদেশ : অতি চালাকের গলায় দড়ি।

শীলমীমাংসা জাতক

অতীত কালের এক মজার কাহিনী। বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পুণ্যকর্ম করতেন এবং যথানিয়মে পঞ্চশীল পালন করতেন। এ জন্য রাজা অন্য সব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁকে বেশি শ্রদ্ধা করতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবতে লাগলেন, রাজা আমাকে অন্য সকল ব্রাহ্মণের থেকে বেশি সম্মান করেন। তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে তিনি গুরুর পদে বরণ করেছেন। এখন আমাকে দেখতে হবে, রাজা আমাকে এত শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ কেন করেন।

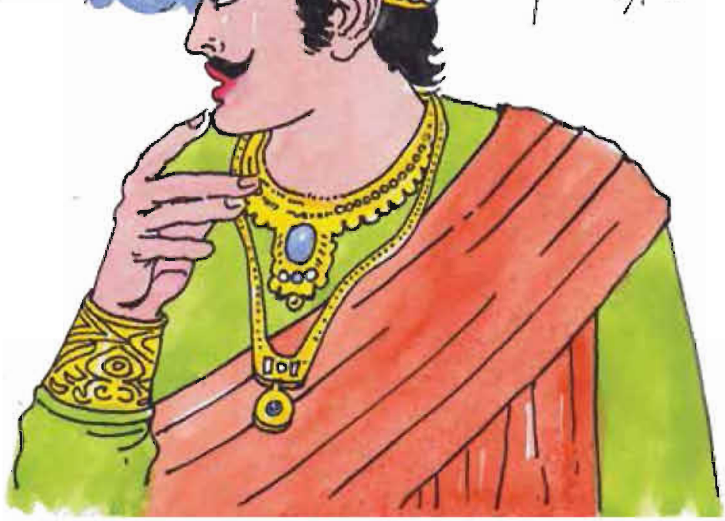

তিনি কি আমাকে আমার বংশমর্যাদা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য না কি আমার চরিত্রগুণের জন্য এত সম্মান করেন। তা আমাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে।

এরপর একদিন বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরার সময় রাজার ধনপালের ধন রাখার পাত্র হতে একটি মুদ্রা তুলে নিলেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন বলে ধনপাল তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই ধনপাল তা দেখতে পেয়েও কিছু বললেন না।

রাজার চেয়ে শীলবান ভিক্ষুকে মানুষ বেশি শ্রদ্ধা করে

পরদিন বোধিসত্ত্ব সেই ধনপালের পাত্র হতে দুটি মুদ্রা তুলে নিলেন। সেদিনও ধনপাল তাঁকে কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনও বোধিসত্ত্ব ধনপালের ধনপাত্র হতে একমুঠো মুদ্রা তুলে নিলেন। তখন ধনপাল তাকে বললেন, 'আজ পর্যন্ত আপনি পর পর তিন দিন রাজার

২০২০

ধন অপহরণ করেছেন।' এই বলে ধনপাল চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই লোক রাজার ধন চুরি করেছে। এই চিৎকার শুনে অনেক লোক ছুটে এলো। তারা সবাই বোধিসত্ত্বকে বলতে লাগলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি না নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে?

এই বলে তারা সকলে বোধিসত্ত্বকে বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজা তখন দুঃখিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কেন এই কার্য করলে?

বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি চোর নই মহারাজ।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, চোর নও তো এই কুকর্ম ও কদর্য কাজ করলে কেন?

বোধিসত্ত্ব বললেন, ভাবলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখি, রাজা আমাকে যে এই সম্মান দেন তা আমার বংশমর্যাদার জন্য, নাকি আমার চরিত্রগুণের জন্য। তাই আমি এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই আমি ধনপালের ধনপাত্র হতে মুদ্রা তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম চরিত্রগুণেই আমার এত সম্মান হয়েছে, কুলগৌরব বা বিদ্যার জন্য নয়। পথে আসার সময় দেখলাম, সর্পরাও শীলবান হতে পারে। বোধিসত্ত্বকে যখন বেঁধে রাজার কাছে ধরে আনা হচ্ছিল তখন কয়েকজন সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছিল। বোধিসত্ত্ব বলল সাপ কামড় দিলে তোমরা মারা যাবে।

সাপুড়েরা বলল, ঠাকুর আমাদের সাপেরা শীলবান, তারা সদাচার জানে। তারা তোমার মতো দুঃশীল নয়। তুমি দুঃশীল বলেই রাজার ধন হরণ করেছ, তাই ওরা তোমায় বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, সর্পেরাও যদি দংশন না করে তবে তাদের শীলবান বলে, তাহলে মানুষের তো কথাই নেই।

অতএব আমি এখন হতে শীলবান হব এবং চিরদিন শীলব্রত পালন করব।

বোধিসত্ত্ব আবার রাজাকে বলেন, মহারাজ, বুঝেছি জীবনে শীল সবচেয়ে উত্তম বস্তু। কিন্তু গৃহে থেকে বিষয় ভোগ করে গেলে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান বা চরিত্রবান হতে পারব না। তাই আমি স্থির করেছি আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করব। একটি গাথার মাধ্যমে শীলধর্মের ব্যাখ্যা করার পর তিনি রাজার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা অনুমতি প্রদান করলে বোধিসত্ত্ব প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল ধ্যান সাধনা করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

উপদেশ : বংশগৌরব নয়, শীলবান ও চরিত্রগুণে মানুষ সম্মানিত হয়।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. জাতক কাহিনী কয়টি ?

ক. ৪৫০টি   খ. ২৫০টি
গ. ৫৫০টি   ঘ. ৩৫০টি

২. পালি সাহিত্য মতে জাতকের কয়টি অংশ?

ক. ৩টি   খ. ৫টি
গ. ৭টি   ঘ. ৮টি

৩. সুবর্ণহংস অর্থ–

ক. রাজহাঁস   খ. সোনার হাঁস
গ. সাদা হাঁস   ঘ. রুপার হাঁস

৪. সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্বের কত জন শিষ্য ছিল?

ক. পাঁচশত   খ. দুইশত
গ. পাঁচ হাজার   ঘ. দুই হাজার

৫. মাছের কাঁটা কোথায় ফেলত?

ক. পদ্মপুকুরে   খ. গাছের নিচে
গ. মাঠে   ঘ. বনে

৬. বক কাঁকড়াকে প্রথমে কী দেখাল?

ক. নদী   খ. পদ্মপুকুর
গ. সাগর   ঘ. বটগাছ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. জাতক পাঠে জ্ঞান ও .... বাড়ে।
২. প্রত্যেকের .... উপদেশ মেনে চলা উচিত।

২০২০

৩. লোভে পাপ, পাপে ....।
৪. বক মাছটিকে সেই .... ছেড়ে দিল।
৫. নবাগত তপস্বী .... দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. সাহিত্য হিসেবেও	১. বকের গলা জড়িয়ে ধরল।
২. জাতক হলো গৌতম বুদ্ধের	২. লোভী ও ধূর্ত।
৩. বোধিসত্ত্বের মৃত্যুর পর	৩. জাতকের গুরুত্ব অনেক বেশি।
৪. ফেরিওয়ালা সেরিবা ছিল	৪. ৫৫০ বার পূর্বজন্ম কাহিনী।
৫. বোধিসত্ত্বের এক জ্যেষ্ঠ শিষ্য	৫. সুবর্ণহংস হয়ে জন্ম নিলেন।
৬. কাঁকড়া পা দিয়ে	৬. আগে রাজা ছিলেন।
	৭. বোকা বক।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. জাতক কী?
২. জাতকের উপদেশ সংক্ষেপে লেখ।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবা কেমন ছিল?
৪. কাঁকড়া কীভাবে রক্ষা পেল?
৫. বকের কী পরিণতি হলো?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. জাতকের গুরুত্ব আলোচনা কর।
২. সুবর্ণহংস জাতকের বিষয়বস্তু বর্ণনা কর।
৩. ফেরিওয়ালা সেরিবান কীভাবে ও কত মূল্যে সোনার থালাটি কিনল?
৪. সুখবিহারী জাতকটির কাহিনী সংক্ষেপে লেখ।
৫. বক জাতকের বিষয়বস্তু উপদেশসহ লেখ।
৬. শীলমীমাংসা জাতকের বিষয়বস্তু লেখ।

২০২০

নবম অধ্যায়

পূর্ণিমা ও পার্বণ

পূর্ণিমার আলোকে জ্যোৎস্না বলে। জ্যোৎস্নার আলো অতি শীতল ও মনোমুগ্ধকর। জ্যোৎস্নার আলোতে সমস্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। পূর্ণিমার আলোতে পশু পাখিরাও আনন্দবোধ করে। ভগবান বুদ্ধের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো পূর্ণিমা তিথিতেই ঘটেছিল। এ কারণে প্রতিটি পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব পালন করে থাকে। পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক বিভিন্ন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়। সেসব উৎসবকে পার্বণ বলা হয়। পার্বণ উৎসব দ্বারাও পুণ্য লাভ হয়।

পূর্ণিমার উৎসব–পার্বণে জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন হয়। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও আসে। সকলের সঙ্গে দেখা–সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বভাব গড়ে ওঠে।

তোমরা জান, বারো মাসে এক বছর। বারো মাসে বারোটি পূর্ণিমা হয়। তোমরা চারটি পূর্ণিমা সম্পর্কে তৃতীয় শ্রেণিতে জেনেছ। এ অধ্যায়ে তোমাদের আরও চারটি পূর্ণিমার বর্ণনা দেব। সে চারটি পূর্ণিমা হলো–

১. আশ্বিনী পূর্ণিমা
২. শ্রাবণী পূর্ণিমা
৩. ফাল্গুনী পূর্ণিমা
৪. মধু পূর্ণিমা

এ চারটি পূর্ণিমায় বুদ্ধজীবনের যেসব উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

আশ্বিনী পূর্ণিমা

আমরা জানি আশ্বিন মাস শরৎকাল। ষড়ঋতুর মধ্যে শরৎকালের প্রকৃতি একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। শারদীয় নানা উৎসবে গ্রামবাংলা মুখরিত হয়।

ভগবান বুদ্ধ একসময়ে তাবতিংস স্বর্গে বর্ষাবাস যাপন করেন। এসময় তিনি তাঁর নিজ মাতাকেও স্বর্গে ধর্মোপদেশ দেন। বর্ষাবাসের তিন মাস তিনি দেবতাদেরও ধর্মদেশনা করেন।

বর্ষাবাস শেষে তিনি এ আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই সাঙ্কস্য নগরীতে অবতরণ করেন। তখন বুদ্ধের বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শনে নগরীটি আলোকিত হয়ে ওঠে।

আশ্বিনী পূর্ণিমায় ফানুস ওড়ানোর দৃশ্য

এ পূর্ণিমায় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ বর্ষাবাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিক্ষুদের ধর্মোপদেশ দেন। ভিক্ষুরা দেব, মানব ও সর্ব জীবের মঙ্গলের জন্য সদ্ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনায় দেব-ব্রহ্ম ও নরগণ উপকৃত হন।

আশ্বিনী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই পূর্ণিমা বৈচিত্র্যময় ও ঘটনাবহুলও বটে। বিনয় বিধান অনুসারে এ আশ্বিনী পূর্ণিমাতে প্রবারণা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ভিক্ষু ও গৃহীদের বর্ষাব্রত শেষ হয়। এ জন্যই ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে এ পূর্ণিমার আবেদন অনেক বেশি। এ পূর্ণিমাতে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে প্রবারণা পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। গ্রাম-গঞ্জে এক আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমা

শ্রাবণী পূর্ণিমা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বহন করে। এ পূর্ণিমাতেই বৌদ্ধ প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ধর্মীয় ইতিহাসে এটি একটি ঐতিহাসিক দিন।

আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে ছয়টি ধর্ম সংগীতির কথা। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর অর্থাৎ চতুর্থ মাসে প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। সুভদ্র নামক বৃদ্ধ প্রব্রজিত ভিক্ষুর বিনয় বহির্ভূত উক্তির কারণে এই প্রথম সংগীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

'সংগীতির' অর্থ হলো ধর্ম সম্মেলন। বুদ্ধের বাণীগুলোকে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই এই ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর স্থান ছিল মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিকটবর্তী বেভার পর্বতের সপ্তপর্ণী গুহায়।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় আরও বৌদ্ধধর্মের নানা ঘটনা আছে। তবে প্রথম সংগীতির জন্যই এই পূর্ণিমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহলে তোমরা এই শ্রাবণী পূর্ণিমার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পারলে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

ফাল্গুনী পূর্ণিমার গুরুত্ব কি তোমরা জান? ফাল্গুনী পূর্ণিমা জ্ঞাতি সম্মেলনের দিন হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। এই দিনটিতে ভগবান বুদ্ধ তাঁর সপরিষদ শিষ্য-প্রশিষ্য নিয়ে জন্মভূমি শাক্যরাজ্যে গমন করেছিলেন। এ উপলক্ষে রাজা শুদ্ধোদন বৃহৎ জ্ঞাতি সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেদিন শাক্য রাজ্যে অনেক আনন্দ-উৎসব ও মহা ধুমধাম হয়েছিল। দীর্ঘকাল পর বুদ্ধের সাথে আত্মীয়

ফাল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত মেলা

২০২০

স্বজনের দেখা–সাক্ষাৎ ও মিলনে দিনটি বেশ আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। এর আরও ঘটনা আছে।

এদিনেই ভগবান বুদ্ধ তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোদনকে ধর্মে দীক্ষা দেন। ধর্ম দেশনা দিয়ে পিতাকে অর্হত্ব ফল লাভ করান। ঐ উৎসবে জ্ঞাতিদের মধ্যে অনেকেই বুদ্ধের ধর্ম শুনে জ্ঞান লাভ করেন। এজন্যই এ পূর্ণিমাটি জ্ঞাতি মিলনের পূর্ণিমা হিসেবে বৌদ্ধদের নিকট অধিক পরিচিত। বিশ্বের বৌদ্ধদের নিকট এটি একটি স্মরণীয় তিথি। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বৌদ্ধরা বিহারে যান। বুদ্ধকে পূজা দেন। পঞ্চশীল, অষ্টশীল গ্রহণ করেন। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালার ব্যবস্থা করা হয়। অনেক বিহারে মেলা বসে। দূর–দূরান্ত থেকে আত্মীয়–স্বজনেরা ঐ মেলায় আসে। সকল স্বজন–পরিজন ও জ্ঞাতিদের সাথে মিলন হয়। এটি এক আনন্দঘন দিন।

মধু পূর্ণিমা

মধু পূর্ণিমা বৌদ্ধ ধর্মীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পূর্ণিমা । এটি ভাদ্র মাসেই পালিত হয়। তাই এর অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা। আসলে বনের একটি বানরের মধুদানের ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব। বুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশ বছর বর্ষাবাস যাপন করেন। তিনি একবার পারলেয়্য নামক বনেও বর্ষাবাস যাপন করেন। বুদ্ধের অপরিসীম মৈত্রী ও করুণার প্রভাবে সেখানকার বন্য প্রাণীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করত।

এই বনে পারলেয়্য নামক একটি বড় হাতি ছিল। এই হাতিটি বুদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করত। প্রতিদিন বনের নানা সুমিষ্ট ফল ও ফুল এনে বুদ্ধকে পূজা করত। এক বানর হাতিটির প্রতিদিনের এই পূজা, সেবা ও দান দেখে খুশি হলো। নিজেও বুদ্ধকে দান দেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করল। বানর ভাবল যেহেতু হাতি ফুল ও ফল দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করে,আমি আর একটি নতুন দানীয় দ্রব্য দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করব।

সে চিন্তা করতে লাগল কী দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা যায়। তখন ভাবল এমন একটি দান দেব যেটিতে বুদ্ধ খুশি হবেন। তখন সে চিন্তা করতে করতে সন্ধান পেল মৌমাছির মৌচাকের কথা। কারণ সেই বনে অনেক মধুপূর্ণ মৌচাক ঝুলে আছে যেগুলোতে মৌমাছিরা মৌচাক ছেড়ে চলে গেছে। তখন ঐ বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধকে দান করার জন্য সামনে আসল। বুদ্ধ হাত বাড়িয়ে বানরের সেই মধুপূর্ণ মৌচাক হাতে নিলেন। এতে বানর এত যে খুশি হলো সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল। হঠাৎ লাফাতে গিয়ে মাটিতে নিচে পড়ে গেল। ফলে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর

২০২০

এই বানর দেবপুত্র হয়ে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল। সেদিন ছিল ভাদ্র পূর্ণিমা। তাই এই পূর্ণিমা মধু পূর্ণিমা নামে পরিচিত। বৌদ্ধরা এই পূর্ণিমাটিকে খুবই গুরুত্বের সাথে পালন করে। এদিন বৌদ্ধরা উপোসথ শীল পালন করেন। বালক-বালিকা, নর-নারী, শিশু-কিশোর সকলেই মধু ও অন্যান্য দানীয় দ্রব্য নিয়ে বিহারে যায়। বুদ্ধকে পূজা দেন। ভিক্ষু সংঘকে ঔষধ পত্র ও ভৈষজ্যাদি দান করেন। দান, সেবা ও পূজার নিদর্শন হিসেবে এই পূর্ণিমার গুরুত্ব বৌদ্ধ ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে।

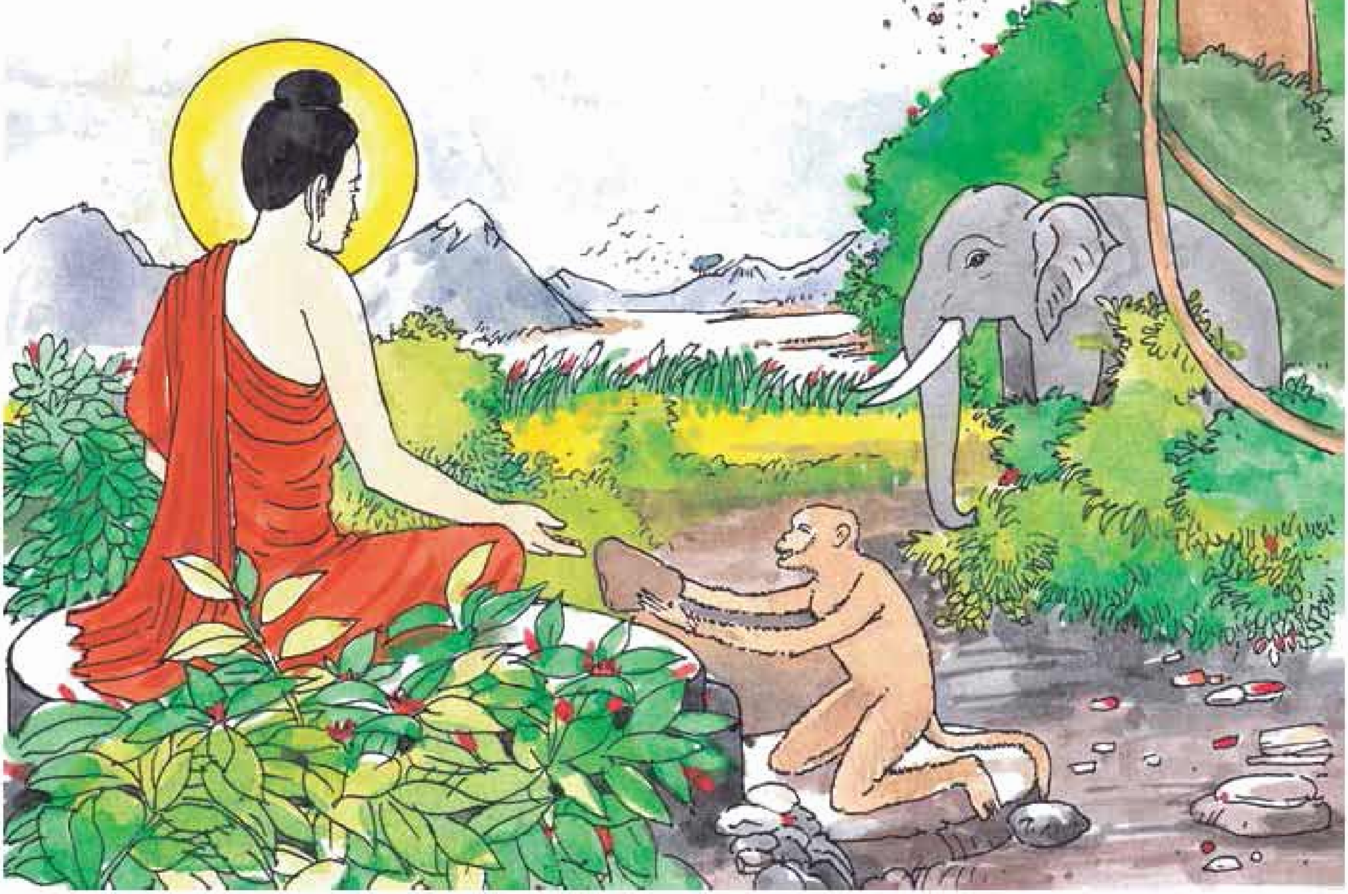

বানর কর্তৃক বুদ্ধকে মধুদান

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব সম্পাদন করে–

ক. অমাবস্যায় খ. পূর্ণিমায়
গ. অষ্টমীতে ঘ. যে কোনো সময়ে

২. আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ অবতরণ করেন–

ক. কুশীনগরে খ. রাজানগরে
গ. ধর্মনগরে ঘ. সাঙ্কশ্য নগরে

৩. প্রথম বৌদ্ধসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়–

ক. আশ্বিনী পূর্ণিমায় খ. কার্তিক পূর্ণিমায়
গ. পৌষ পূর্ণিমায় ঘ. শ্রাবণী পূর্ণিমায়

৪. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে কয়টি ধর্মসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়?

ক. ৪টি খ. ৫টি
গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৫. কোন পূর্ণিমা জ্ঞাতি মিলন পূর্ণিমা হিসেবে পরিচিত?

ক. কার্তিক পূর্ণিমা খ. মাঘী পূর্ণিমা
গ. ফাল্গুনী পূর্ণিমা ঘ. চৈত্র পূর্ণিমা

৬. পারিলেয়্য বনে বুদ্ধকে কে মধু দান করেছিল ?

ক. হাতি খ. ময়ূর
গ. বানর ঘ. সিংহ

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

ক. ভগবান বুদ্ধ একসময় .... স্বর্গে বর্ষাবাস যাপন করেন।
খ. বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর .... অনুষ্ঠিত হয়।
গ. ধর্মদেশনা দিয়ে পিতাকে .... লাভ করান।
ঘ. বনের একটি বানরের .... ঘটনা এ পূর্ণিমার বিশেষত্ব।
ঙ. বানর আনন্দে .... হয়ে গাছে গাছে লাফাতে লাগল।

গ. বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. পূর্ণিমা ব্যতীত ধর্মীয় ও পারিবারিক	১. পিতাকে অর্হত্বফল লাভ করান।
২. এ সময় তিনি তাঁর নিজ মাতাকেও	২. স্বর্গে ধর্মোপদেশ দেন।
৩. বুদ্ধের ধর্ম দেশনায়	৩. শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধকে দান করেন।
৪. বানর মধুপূর্ণ একটি মৌচাক এনে	৪. বর্ষাবাস যাপন করেন।
৫. বুদ্ধ মোট পঁয়তাল্লিশ বছর	৫. বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠিত হয়।
৬. দান, সেবা ও পূজার নিদর্শন	৬. হিসেবে মধু পূর্ণিমার গুরুত্ব অপরিসীম।
	৭. ত্যাগই শান্তি।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

ক. পূর্ণিমাগুলো কার স্মৃতি বহন করে?
খ. চারটি পূর্ণিমার নাম লেখ।
গ. আশ্বিনী পূর্ণিমা কিসের জন্য প্রসিদ্ধ?
ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোথায়, কখন অনুষ্ঠিত হয়?
ঙ. হাতির সেবা দেখে বানরের কী ইচ্ছা হয়েছিল?
চ. মধু পূর্ণিমার অপর নাম ভাদ্র পূর্ণিমা কেন?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ক. বৌদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পূর্ণিমাতে কেন উদযাপিত হয়? এর বিশেষত্ব কী?
খ. আশ্বিনী পূর্ণিমার গুরুত্ব তুলে ধর।
গ. মধু পূর্ণিমা নামকরণের তাৎপর্য লেখ।
ঘ. প্রথম মহাসংগীতি কোন পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ঙ. ফাল্গুনী পূর্ণিমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
চ. পারিলেয়্য বনে বানরের মধুদানের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

দশম অধ্যায়

তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান

তীর্থস্থান সকল মানুষের পরম পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে অনেক তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র পুণ্যভূমি।

বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে যায়। বৌদ্ধধর্মে তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে। এসকল পবিত্র স্থানগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– তীর্থ ও মহাতীর্থ।

তীর্থ ও মহাতীর্থের পার্থক্য

বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তূপ নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এ সকল স্থানকে বৌদ্ধ তীর্থ বলা হয়। যেমন– কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী , বুদ্ধগয়া, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগৃহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। আবার গৌতম বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে মহাতীর্থ বলা হয়। বৌদ্ধদের মহাতীর্থ চারটি: সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী, বুদ্ধত্ব লাভের পুণ্যস্থান বুদ্ধগয়া, প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর।

তীর্থ, মহাতীর্থ ছাড়াও বৌদ্ধদের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানগুলোও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাস মতে, বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ, কিংবা প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসম্পন্ন স্থানকে ঐতিহাসিক স্থান বলা হয়। যেমন– গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশিলা, নালন্দা, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থান হলো অতীতে রাজা–মহারাজা বা মানুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা আবার তা আবিষ্কার করেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বৌদ্ধ তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো এদেশের ইতিহাস–ঐতিহ্যে অত্যন্ত গৌরবময়।

২০২০

তীর্থস্থানের গুরুত্ব

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তীর্থ ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন করা যেমন উচিত তেমনি তীর্থ দর্শন করাও পবিত্র কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নর–নারীগণ বিভিন্ন সময়ে তীর্থ ভ্রমণে যায়। তীথস্থান দর্শনে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে করে মন পবিত্র হয় এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানে নানা লোক সমাগম হয়। তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রী ভাব গড়ে উঠে। তীর্থ দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খণ্ডন ও অকুশল পরিহার হয়। পরকালে শান্তি ও সুগতি হয়। নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়।

তাই ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইহা দর্শনে জ্ঞান বাড়ে। ইতিহাস–ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। কারণ এসব প্রসিদ্ধ ও গৌরব কীর্তি দর্শন করলে জানার কৌতূহল বাড়ে। মনে প্রসারতা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত হয়। তোমরা বড় হলে অবশ্যই তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করবে।

এ অধ্যায়ে কপিলাবস্তু, রাজগৃহ, নালন্দা, ময়নামতি ও চক্রশালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কপিলাবস্তু

কপিলাবস্তু একটি তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক নগরী। কপিলাবস্তু অনেক গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু অবস্থিত। বর্তমান নাম পদরিবা। সন্ন্যাসী কপিলমুনির আশ্রমের জন্য এ রাজ্য ও রাজধানীর নাম হয় কপিলাবস্তু। অধিবাসীরা শাক্য নামে পরিচিত ছিলেন। কপিলাবস্তু ছিল রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী। এটি রোহিনী নদীর তীরে অবস্থিত। এ রাজ্যের অনতিদূরে লুম্বিনী উদ্যান। যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর থেকে গৃহত্যাগ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তু নগরীতেই কাটান। তাই এখানে রয়েছে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি।

বাল্যকালে কপিলাবস্তুতে হলকর্ষণ উৎসব দেখতে দেখতে সিদ্ধার্থ একসময় ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। আর একবার দেবদত্ত কর্তৃক তীরবিদ্ধ হাঁসকে সিদ্ধার্থ সুস্থ করে উড়িয়ে দেন। কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদে কুমার সিদ্ধার্থের সঙ্গে যশোধরার বিয়ে হয়। গৃহত্যাগের আগে সিদ্ধার্থ নগর প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে চারটি দৃশ্য অবলোকন করেন।

২০২৫

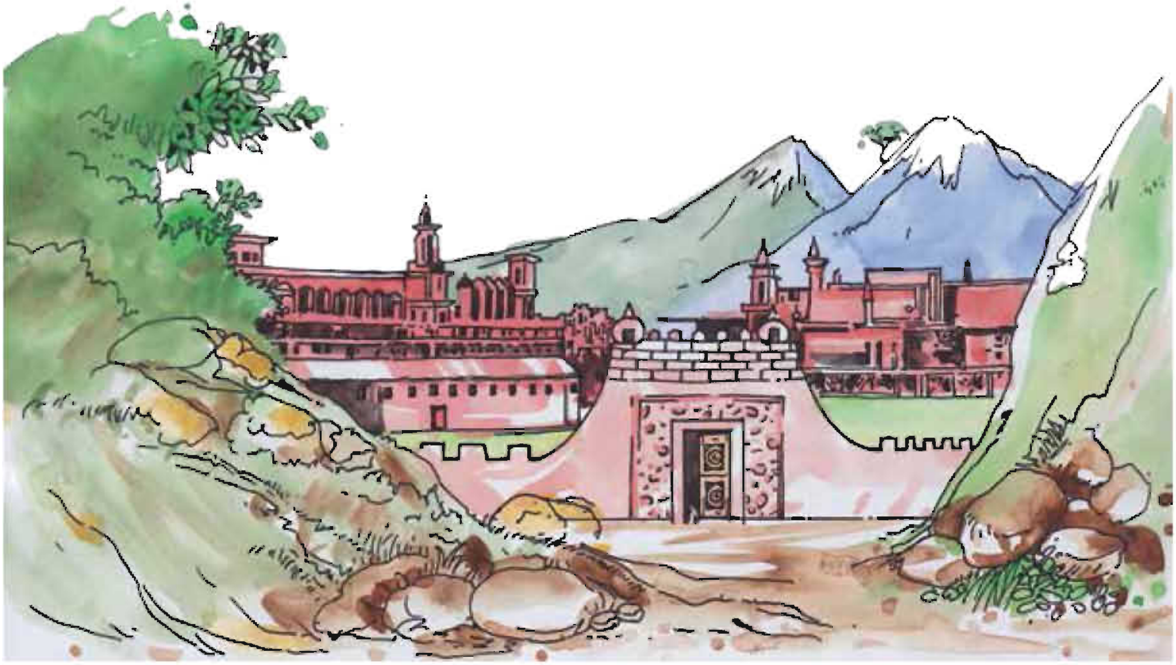

কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ

বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে বুদ্ধ প্রথম সশিষ্য পিতৃরাজ্য কপিলাবস্তু আসেন। অবস্থান করেন ন্যাগ্রোধ কুঞ্জে। এ সময় বুদ্ধের পিতা, বিমাতা, স্ত্রী এবং শাক্যবংশের অনেকেই তাঁর ধর্মকথা শুনে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পুত্র রাহুলকেও তিনি এখানেই প্রব্রজ্যা দান করেন। কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন।

তিনি তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং রোহিনী নদীর পানি নিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য কপিলাবস্তু অবস্থান করেন। সম্রাট অশোক এখানে একটি স্তূপ ও সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেন। হিউয়েন সাঙ কপিলাবস্তু পরিভ্রমণ করেন। এসব কারণে কপিলাবস্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

রাজগৃহ

রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। রাজগৃহের বর্তমান নাম রাজগীর। এর চারপাশে পাঁচটি পাহাড়ে ঘেরা ও উপত্যকাময়। রাজগৃহ ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। এটি খুবই প্রাচীন নগরী। সমসাময়িককালে এটি অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজ্য ছিল। মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। তিনি বুদ্ধের পরমভক্ত। রাজা বিম্বিসার

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারে রাজা অনেক অবদান রাখেন। গৌতম বুদ্ধের জীবনে অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহে সংঘটিত হয়। তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র তীর্থভূমি।

গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থের সাথে রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সাক্ষাৎ হয়। পরে তিনি প্রথম ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজগৃহকে কেন্দ্র করেই বুদ্ধ তাঁর ধর্ম ও সংঘের প্রচারকার্য শুরু করেন।

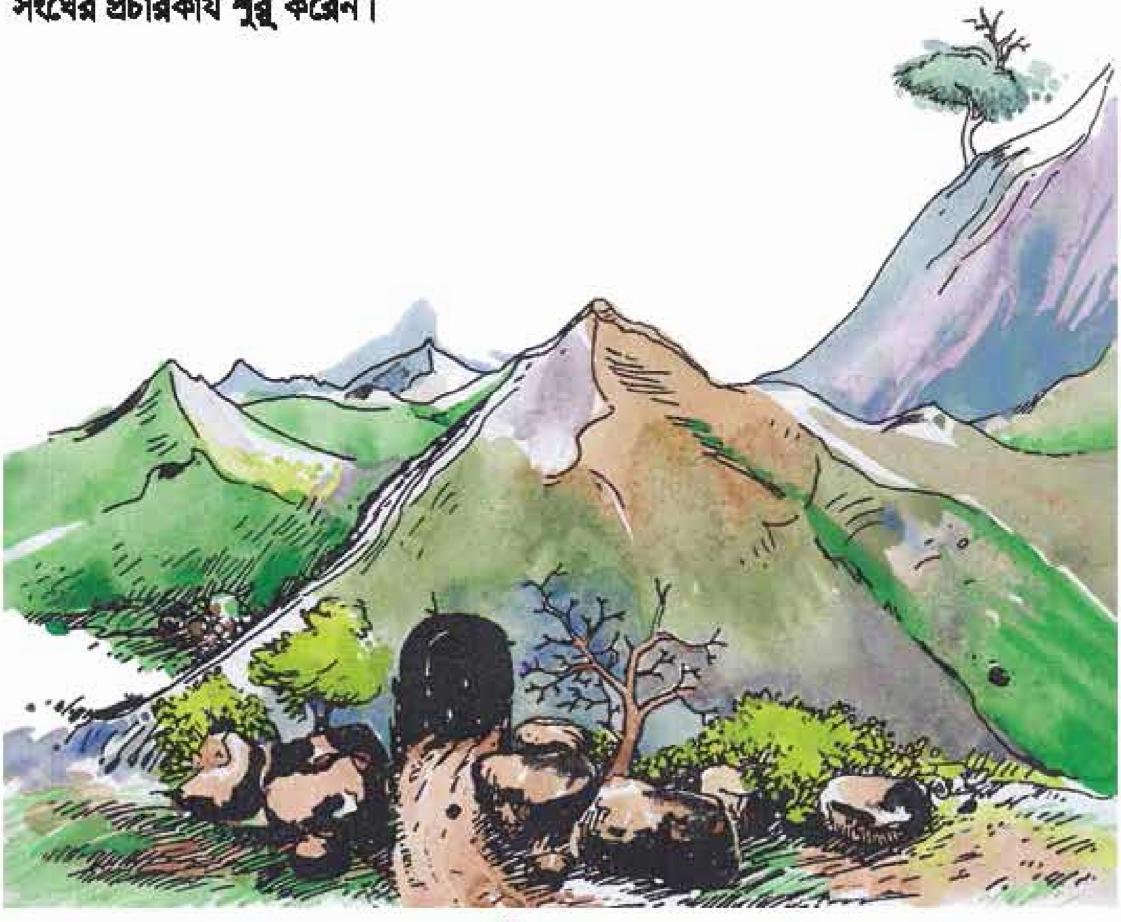

সপ্তপর্ণী গুহা, রাজগৃহ

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য বেণুবন বিহার দান করেন। বেণুবন বিহারে বুদ্ধ সাতবর্ষা অতিবাহিত করেন। এখানে অবস্থানকালে ভিক্ষুদের অনেক ধর্মোপদেশ দান করেন। রাজগৃহের বেণুবনে তিনি সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে প্রব্রজ্যা দেন।

বেণুবনের অদূরে আছে তপোদা নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। তীর্থযাত্রীরা এখানে স্নান করেন। এই প্রস্রবণের ওপরে আছে পিপ্পলি গুহা। এখানে মহাকাশ্যপ বাস করতেন।

পিপ্পলি গুহার পশ্চিমে সপ্তপর্ণী গুহা। এখানে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়।

রাজগৃহে রয়েছে রাজা বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবকের আম্রবন। জীবক বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর চিকিৎসক ছিলেন। জীবক তাঁর আম্রবন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দান করে দেন। এই আম্রবনে জীবকারাম বিহার নির্মাণ করা হয়।

ভগবান বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা ও কাহিনী রাজগৃহের সঙ্গে জড়িত। রাজগৃহের নগর পরিকল্পনা খুব সুন্দর। এই নগরী দুটি বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। এই প্রাচীরে ৯৬ টি ছোট–বড় তোরণ দ্বার ছিল বলে জানা যায়। কলকাতা ও পাটনা থেকে ট্রেনে ও সড়কপথে রাজগৃহ তীর্থ দর্শনে যাওয়া যায়।

নালন্দা

বুদ্ধের সমসাময়িককালে নালন্দা উন্নত ও প্রভাবশালী নগরী ছিল। বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠ হিসেবে নালন্দা ভারতবর্ষের খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এটি ভারতের বর্তমান বিহার রাজ্যে অবস্থিত।

নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ

রাজগৃহ থেকে এর দূরত্ব ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার। একদা নালন্দা ছিল জনবসতিপূর্ণ গ্রাম। গৌতম বুদ্ধ কয়েকবার নালন্দায় এসে পাবারিক আম্রকাননে বিশ্রাম করেন।

ইতিহাস মতে, সম্রাট অশোক নালন্দা মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে অনেক রাজা ও ধনী ব্যক্তির আর্থিক সাহায্যে নালন্দা মহাবিহারের উন্নতি হয়। বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। এ সময় বড় বড় বিহার ও গ্রন্থাগার নির্মিত হয়। পাল রাজাগণ নালন্দা মহাবিহারের জন্য জমি দান করেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নালন্দা মহাবিহারের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ছিল বলে মনে করা হয়। ইতিহাস মতে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০,০০০ লোক বাস করতেন। তার মধ্যে ১৫০০ জন ছিলেন অধ্যাপক এবং ৮০,০০০ জন ছাত্র। ঘুমাবার সময় ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শিক্ষাদান চলত। এখানের পাঠাগার ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। নালন্দা ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আটটি হল ঘর এবং ৩০০টি কক্ষ ছিল।

বহু খ্যাতিমান পন্ডিত, দার্শনিক নালন্দার ছাত্র ছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে নয়; বিভিন্ন দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা নালন্দায় পড়াশুনা করতে আসতেন। চীনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ প্রায় দশ বছর নালন্দায় অধ্যয়ন করেন। হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তখন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। বিখ্যাত দার্শনিক নাগার্জুনও প্রথমে এখানকার ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ হন। বৌদ্ধ দার্শনিক ও তার্কিক দিঙনাগও নালন্দায় বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। পন্ডিত ধর্মপাল নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। বর্তমানে বৌদ্ধশাস্ত্রে অধ্যয়নের জন্য বিহার সরকার নব নালন্দা মহাবিহার নামে এখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

ময়নামতি

কুমিল্লা শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি অবস্থিত। একসময় ময়নামতি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল।

অষ্টম শতাব্দীতে এ অঞ্চল দেব বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। সে সময় ময়নামতির নাম ছিল মদনাবতী। এরপর দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন।

তাঁরা সকলেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয় রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল লালমাই পাহাড়ে। লালমাইর প্রাচীন নাম লুহিতগিরি।

শালবন মহাবিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

এখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। রাজারা অনেক বিহার, স্তূপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কালক্রমে বিভিন্ন কারণে নগরী লুপ্ত হয়ে মাটি চাপা পড়ে যায়। বর্তমান খননকাজের ফলে সেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ, রূপবান মুড়া, ভোজরাজার প্রাসাদ, ইটাখোলা মুড়া, কুটিলামুড়া (ত্রিরত্নস্তূপ) ইত্যাদি প্রধান।

অষ্টম শতাব্দীতে দেব বংশীয় রাজা ভবদেবের সময়ই ঐতিহাসিক শালবন বিহার নির্মিত হয়। শালবন বিহারের চারদিকে চারটি প্রাচীর আছে। শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। মাঝখানে ছিল প্রধান চৈত্য। এর চারপাশে ছিল ১১৫টি কক্ষ। কক্ষগুলোতে ভিক্ষুরা ধ্যান–সামধি ও বিদ্যাচর্চা করতেন।

বিহারের সামনে আছে উঠান ও বারান্দা। বিহারের চারদিকের কোনায় চারটি পরিদর্শক গৃহ

ছিল। বিহারের প্রবেশপথ ছিল একটি।

ময়নামতির আশপাশে বহু বিহার ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কুটিলামুড়ায় তিনটি স্তূপ মনে করা হয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ–এ ত্রিরত্নের প্রতীক। চারপত্র মুড়ায় একটি বিহার। আনন্দ রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। প্রাসাদের সাথে একটি বিহার এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পদ্মপাণিমূর্তি। রূপবান মুড়াতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধসহ বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়।

এছাড়াও ময়নামতি অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রাচীনকালের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, মুদ্রা, অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। প্রাপ্ত এসব জিনিস শালবন বিহারের পাশে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ময়নামতির দক্ষিণ অঞ্চলে এখনো অনেক বৌদ্ধ গ্রাম আছে। এখানকার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করে। ইতিহাস মতে নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

চক্রশালা

চক্রশালা একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থস্থান। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পুর্বে চক্রশালা অবস্থিত। চক্রশালার ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের স্মৃতি জড়িত। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির কক্সবাজার জেলার চকরিয়ার হারবাং এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরভূ মহাস্থবিরের কাছে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ধর্ম–বিনয় শিক্ষা করার জন্য তিনি বার্মা গমন করেন। সেখানে তিনি বিশ বছর বিনয় অধ্যয়ন করেন। দেশে ফেরার সময় তিনি কিছু জিনিস সঙ্গে এনেছিলেন। এগুলো হচ্ছে একটি চক্রাসন, তিনটি বুদ্ধমূর্তি (ত্রিভঙ্গা) ও কয়েকখণ্ড বুদ্ধাস্থি।

প্রথমে তিনি ভারতের আগরতলায় পাঁচ বছর অবস্থান করেন। এরপর চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে সংঘরাম স্থাপন করেন। এখানে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বসবাস শুরু করেন। আরও পরে শিষ্যদের নিয়ে চক্রশালার এক আমবাগানে উপস্থিত হন।

পটিয়ার হাইডমজা নামে এক ধনী ব্যক্তি এই বাগানের মালিক ছিলেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের আগমনের কথা শুনে তিনি তাঁকে দেখতে আমবাগানে আসেন। তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে মুগ্ধ হন। তিনি তিন দিনব্যাপী এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের পিতা চকরিয়ার চেন্দি রাজা জানতে পেরে পুত্রকে চকরিয়া ফিরিয়ে আনেন।

চন্দ্রজ্যোতি স্থবির চলে যাওয়ার সময় চক্রাসনটি হাইডমজাকে দিয়ে যান। হাইডমজার আর্থিক সাহায্যে সেখানে একটি বিহার তৈরি করা হয়। এটাই চক্রশালা বিহার। বর্তমানে এখানে একটি স্মৃতি মন্দির বা চৈত্য আছে।

চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ও তাঁর পিতা সেখানে বন্দনা ও পূজা করেন। সেই থেকে প্রতিবছর বিষুব সংক্রান্তিতে সেখানে বিরাট মেলা বসে।

চক্রশালার চৈত্য, পটিয়া, চট্টগ্রাম

এই মেলাকে বৌদ্ধদের মিলন ক্ষেত্র বলা চলে। বৌদ্ধদের কাছে এটি একটি পবিত্র স্থান। প্রতিবছর সেখানে গিয়ে বৌদ্ধরা বন্দনা, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করেন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. কপিলাবস্তু কোন নদীর তীরে অবস্থিত?

ক. নৈরঞ্জনা   খ. অমরাবতী

গ. রোহিনী   ঘ. অচিরাবতী

২০২৫

২. বুদ্ধের সময়ে মগধের রাজধানী ছিল–

ক. রাজগৃহ
খ. বৈশালী
গ. তক্ষশিলা
ঘ. শ্রাবস্তী

৩. প্রথম বৌদ্ধ সংগীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

ক. কপিলাবস্তুতে
খ. সপ্তপর্ণী গুহায়
গ. নালন্দায়
ঘ. অমরাবতীতে

৪. শালবন বিহারে কয়টি কক্ষ আছে?

ক. ১১৫টি
খ. ১২০টি
গ. ১১০টি
ঘ. ৩০০টি

৫. চক্রশালায় কখন মেলা হয়?

ক. বৈশাখে
খ. বিষুব সংক্রান্তিতে
গ. প্রবারণায়
ঘ. ভাদ্র মাসে

৬. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত জন অধ্যাপক ছিলেন?

ক. ১০০০ জন
খ. ৫০০ জন
গ. ১৫০০ জন
ঘ. ৩০০ জন

৭. চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবিরের জন্মস্থান কোথায়?

ক. চকরিয়া
খ. ব্রহ্মদেশ
গ. সীতাকুণ্ড
ঘ. পটিয়া

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. তীর্থ ভ্রমণ করা একটি ....।
২. কপিলাবস্তুর অধিবাসীরা .... নামে পরিচিত ছিলেন।
৩. জীবক বুদ্ধের পরম .... ছিলেন।
৪. বেণুবন বিহারে বুদ্ধ .... অতিবাহিত করেন।
৫. শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য হলো এটি দৈর্ঘ্য ও .... সমান।
৬. চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ধর্মবিনয় শিক্ষার জন্য .... গিয়েছিলেন।

গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ধর্মচক্র প্রবর্তনের জন্য	১. তপোদা নামে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ।
২. কপিলাবস্তুতে বুদ্ধ বিনয় কর্মের	২. মহাবিহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।
৩. বেণুবনের অদূরে আছে	৩. প্রসিদ্ধ স্থান সারনাথ।
৪. সম্রাট অশোক নালন্দা	৪. অনেক বিধি বিধান প্রণয়ন করেন।
৫. শালবন বিহারের চারদিকে	৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্র ছিলেন
৬. হিউয়েন সাঙ প্রায় পাঁচ বছর	৬. চারটি প্রাচীর আছে।
	৭. বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ তীর্থ কাকে বলে?
২. চার মহাতীর্থ কী কী?
৩. রাজগৃহের বর্তমান নাম কী?
৪. শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে কী নিয়ে বিবাদ হয়?
৫. গৌতম বুদ্ধ নালন্দার কোথায় বিশ্রাম করেন?
৬. কার নামে ময়নামতি নামকরণ করা হয়?
৭. চক্রশালা কোথায় অবস্থিত?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. তীর্থস্থান ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব লেখ?
২. তীর্থ ও মহাতীর্থের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
৩. কপিলাবস্তু কোথায়? কপিলাবস্তুর বর্ণনা দাও।
৪. রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত? রাজগৃহ বৌদ্ধদের তীর্থভূমি কেন?
৫. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা দাও।
৬. শালবন মহাবিহারের বর্ণনা দাও।
৭. চক্রশালার ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা কর ।

একাদশ অধ্যায়

ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি

পৃথিবীতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকদের নিজস্ব ধর্ম মত আছে। মানুষ ধর্মবাণী অনুসারে জীবনযাপন করে। ধর্ম মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়। মানুষের মনে যে পশুত্ব ভাব থাকে তা ত্যাগ করার জন্য ধর্মের উপদেশ অনুশীলন করা কর্তব্য। মনের পশুভাব বিনাশ করে মনুষ্যত্ব ভাব জাগ্রত করার জন্যই ধর্ম বাণী পালন করা প্রয়োজন।

বুদ্ধ বলেছেন ধৈর্য পরম তপস্যা। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের সহনশীল হওয়া উচিত। সহনশীলতার অভাবেই ধর্মের নামে ঝগড়া–বিবাদ ও মানুষের প্রাণহানি হয়। সমগ্র মানব সমাজে অশান্তি নেমে আসে। সহনশীলতার অভাবে মানুষ অপরের কটুবাক্য সহ্য করতে পারে না। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, আক্রমণ করলেও নিজের মধ্যে রাগ জন্মে না। অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব আসে না।

ধর্ম মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। প্রকৃতভাবে ধর্মের আচরণ করবে। ধর্ম আচরণ করলে অপরের ক্ষতি সাধন করতে মনে ইচ্ছা জাগবে না। সকল প্রাণীর প্রতি দয়া ভাব জাগ্রত হবে। সকল প্রাণী সুখী হউক বলে মনে–প্রাণে মৈত্রীভাব আসবে। মৈত্রী ভাবনাকারীর মনে হিংসা থাকে না।

ভালোবাসার দ্বারা সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুভাব জাগ্রত হয়। এর ফলে লোক সমাজে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতির দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে। সমাজে যাতে সম্প্রীতি বিরাজ করে সেজন্য সকলে সচেষ্ট থাকবে।

ধর্মহীন জীবন পশুতুল্য। ধর্ম ব্যতীত পৃথিবীতে সুখ নেই। ধর্ম আচরণ দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মানবিক গুণ অর্জন করতে সক্ষম হয়। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগে। তখন মানব সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। সম্প্রীতি জাগলে একজন মানুষ অন্যের সাথে অপ্রীতিকর কোনো কাজ করতে পারে না। ধর্ম পালনের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বুঝতে পারে। ধর্ম আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়। এর ফলে সমাজে সম্প্রীতি জন্মে। শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এ কারণে ধর্মের অনুশাসন অনুসারে জীবন যাপন করা কর্তব্য। এতে ধর্মীয় সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। একে অপরকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়। পাড়া–প্রতিবেশীর সঙ্গে সহনশীল মনোভাব গঠন করতে শিক্ষা দেয়।

বর্তমানে মানব সমাজে ধর্ম বর্ণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে সমাজে ও রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিবছর অনেক নিষ্পাপ নিরীহ মানুষের প্রাণহানি হচ্ছে। ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবেই এসব গর্হিত কাজ করছে। তাই মনে প্রাণে ধর্মবাণীর অনুসরণ ও প্রতিপালন করা উচিত।

ধর্মের অনুশাসন মতে জীবনযাপন করবে। এর ফলে মনে ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অন্য ধর্মের মানুষকে কখনো ছোট মনে করবে না। ঘৃণা করবে না। অবজ্ঞা করবে না। এতে নিজেই ছোট হয়।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয়, লিচ্ছবি ও বৃজি বংশের লোকেরা নিজ মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্ত ছিল। দেশের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল। আমরা বাংলাদেশি বৌদ্ধরা স্মরণাতীত কাল হতে এ দেশে বাস করে আসছি। আমাদের ব্যক্তি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধদের অনেক পুরাকীর্তি রয়েছে। বর্তমান যুগে অনেক বড় বড় বিহার, সংঘারাম, স্কুল, কলেজ ও অনাথালয় গড়ে উঠছে। নিজ দেশকে ভালোবাসবে। অন্যদেরও নিজ দেশকে ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করবে।

ধর্ম মানুষকে সুসভ্য হতে শিক্ষা দেয়। সুসভ্য হলে মানুষ অন্যকে ভালোবাসতে শেখে। প্রকৃত নাগরিকরূপে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়। আপন দেশকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। তখন দেশের চলমান আইনের প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধা জন্মে। মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে। দেশকে সুসমৃদ্ধ ও বিশ্ববাসীর কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দেশের সকল সম্পদ যাতে সুরক্ষিত ও অপচয় না হয় সেজন্য সচেতন হতে হবে। শুধু নিজে নয়, দেশের প্রতিটি নাগরিককে দেশমাতৃকার স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ হতে প্রেরণা জোগাতে হবে।

বৌদ্ধরা শান্তিপ্রিয় জাতি। বৌদ্ধরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গণতন্ত্র হলো দেশের সকল নাগরিকদের ঐকমত্যের শুভ ফল। নাগরিকগণ দেশের বৃহত্তর স্বার্থে একমত হয়ে যেকোনো বৃহত্তর কাজ সমাধান করতে পারে। বুদ্ধ নিজেও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে শাক্যবংশ, কোলিয় বংশ এবং বৃজি বংশের মধ্যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ সপ্ত অপরিহানীয় সূত্রে গণতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ধর্ম উপদেশ দিয়েছেন। তাই পরিবার, সমাজ এবং দেশকে সুসমৃদ্ধ করতে হলে গণতন্ত্রের আদর্শকে মানতে হবে। গণতন্ত্রের আদর্শে মাতৃভূমির সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমাদের মাতৃভূমিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সৌভ্রাতৃত্ব ও ধর্মীয় সম্প্রীতির বন্ধন

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় দেশই গণতন্ত্রের আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। বৌদ্ধ মতে, মন হলো পূর্বগামী ও প্রধান। মানুষ মন দ্বারা চিন্তা করে। সে চিন্তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে হবে। মুক্তবুদ্ধি হলো, সুচিন্তিত এবং যুক্তিযুক্ত মতের প্রতিফলন। মুক্তবুদ্ধির মধ্যে কপটতা থাকে না। মুক্তবুদ্ধির মানুষ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

তাই তোমরা নিজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করে গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী হবে। পরে অন্যদেরও মুক্তবুদ্ধি ও গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

২০২০

মানুষ মাত্রই স্বাধীন চিন্তা-চেতনার অধিকারী। লেখাপড়া, চিকিৎসা, বাসস্থান এবং রাষ্ট্রের সকল সুবিধা লাভ করা প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে। কিন্তু বর্তমানে অনেক স্থানে বিবেকহীন নাগরিকদের দ্বারা মানুষের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে নির্যাতন, লুটপাট, হত্যাসহ বিভিন্ন অমানবিক ঘটনা ঘটছে। এর ফলে মানবিক গুণের অবক্ষয় হচ্ছে। আইনের আশ্রয় নিয়েও অনেকে ন্যায় বিচার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।

শুধু মানুষ নয়, পৃথিবীর সকল প্রাণীকে বুদ্ধ ভালোবাসতে বলেছেন। নিজের সাথে তুলনা করে কাউকে আঘাত না করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। বুদ্ধ সকল মানুষের মধ্যে বুদ্ধাঙ্কুর রয়েছে বলে মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের অধিকার যেন কোন রকমেই লঙ্ঘিত না হয়, সেজন্য সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. ধর্ম কাদের জন্য?

ক. মানুষের
খ. দেবতার
গ. ছাত্রের
ঘ. বন্ধুর

২. বুদ্ধের মতে পরম তপস্যা কী?

ক. ত্যাগ
খ. ধৈর্য
গ. ক্ষমা
ঘ. তিতিক্ষা

৩. কিসের দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়?

ক. কর্মের আচরণ
খ. ধৈর্যের আচরণ
গ. ধর্মের আচরণ
ঘ. মনের আচরণ

৪. ধর্মীয় চেতনা ও সহনশীলতার অভাবে কী কাজ হয়?

ক. হীন–নীচ কর্ম
খ. কুশল কর্ম
গ. গর্হিত কর্ম
ঘ. ভালো–মন্দ কর্ম

২০২০

৫. পাড়া–প্রতিবেশীর সঙ্গে কী মনোভাব নিয়ে বসবাস করা উচিত?

ক. ক্রুদ্ধ
খ. হিংসা
গ. বিদ্বেষ
ঘ. সহনশীল

৬. সম্প্রীতি থাকলে একে অন্যের সাথে কী কাজ করতে পারে না?

ক. অধর্ম
খ. অবন্ধুত্ব
গ. অপ্রীতিকর
ঘ. মানহানিকর

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ধর্মের জন্য .... নয়।
২. ধৈর্য পরম .... ।
৩. ধর্মহীন জীবন........ ।
৪. ....দ্বারা সমাজে শান্তি বিরাজ করে।
৫. আমাদের ব্যক্তি ও .... স্বাধীনতা আছে।
৬. .... সালে মানবাধিকার সংস্থা গঠিত হয়।

গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর :

বাম	ডান
১. ধর্ম মানুষকে ভালো	১. হিংসা থাকে না।
২. সমগ্র মানব সমাজে	২. অন্যকে ভালোবাসতে শেখে।
৩. মৈত্রী ভাবনাকারীর মনে	৩. মানবাধিকার সংস্থা গঠন করেছে।
৪. অন্য ধর্মের মানুষকে	৪. অশান্তি বিরাজ করছে।
৫. সুসভ্য হলে মানুষ	৫. হওয়ার জন্য শিক্ষা দেয়।
৬. ১৯৩০ সালে ২০ ডিসেম্বর	৬. কখনো ছোট করবে না।
	৭. ধৈর্য মহৎ গুণ।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. ত্যাগ ধর্মের মূর্ত প্রতীক কে?
২. কিসের দ্বারা সমাজে সম্প্রীতি বিরাজ করে?
৩. কী আচরণ দ্বারা মানুষের মনের কালিমা দূর হয়?

২০২০

৪. অন্য ধর্মের মানুষকে অবজ্ঞা করতে নেই কেন?
৫. কারা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ধর্মীয় সম্প্রীতির গুণসমূহ উল্লেখ কর?
২. মানব সমাজে ধর্মীয় সহনশীলতার প্রভাব কতটুকু বর্ণনা দাও।
৩. ধর্মীয় আচরণ দ্বারা কী লাভ হয় বর্ণনা কর।
৪. নিজ দেশকে কেন ভালোবাসবে ব্যাখ্যা কর।
৫. গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কেন আলোচনা কর।
৬. মানবাধিকার সম্পর্কে ধারণা দাও।

২০২০

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ

প্রকৃতি ও পরিবেশে মানুষ বেঁচে থাকে। শুধু মানুষই নয়, সমস্ত প্রাণীই বাঁচার জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। প্রকৃতির মধ্যে চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে। সে উপাদানগুলো হলো– পঠবী ধাতু, তেজধাতু, অপধাতু ও বায়ুধাতু অর্থাৎ পৃথিবী, তাপ, জল ও বায়ু। মানুষ ও সকল প্রাণী এ চারটি মৌলিক উপাদানে সৃষ্টি।

আমরা সবাই জানি আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। আমাদের পরিবেশে রয়েছে গাছপালা, ঘরবাড়ি, পশুপাখি, রাস্তাঘাট, নদীনালা, পাহাড়–পর্বত এবং আরও অনেক কিছু। এ সব প্রকৃতির অংশ। এসব উপাদানসমূহ মানুষ ও অন্যান্য জীবের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলোর ক্ষতি হলেই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই দেখা যায় মানব সমাজ গঠনের সেই শুরু থেকেই প্রকৃতির প্রতি রয়েছে মানুষের গভীর মনোযোগ।

বৌদ্ধধর্মের সাথেও পরিবেশের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি প্রকৃতি ও পরিবেশ। গৌতম বুদ্ধের জন্ম রাজপ্রাসাদে নয় লুম্বিনী বনের শালবৃক্ষের নিচে। জন্মগ্রহণ করেই তিনি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করেছেন। শুধু তাই নয় শৈশবে, কৈশোরে তাঁকে তোমরা দেখেছ প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে এবং প্রকৃতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে। এমনকি রাজপুত্র হয়েও প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। অনেক সময় রাজপ্রাসাদের নানা অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখা যায়নি। তাঁকে দেখা গেছে তখন রাজ উদ্যানে কোনো গাছের নিচে কিংবা হ্রদের পাশে বসে একান্ত মনে ধ্যান করতে। গৃহত্যাগের পর যখন তিনি দুঃখ মুক্তির সন্ধান করে যাচ্ছেন তখনও তিনি কোনো নগরে যাননি, গিয়েছেন প্রকৃতির কোলে। নীরবে জ্ঞান সাধনা করেছেন কোনো না কোনো বৃক্ষের নিচে। এভাবে গৌতম পরিবেশ ও প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রকৃতির সাথে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছেন। তাই তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রথম থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশের বহু উপাদানের উপস্থিতি দেখা যায়। যেমন– তিনি বলেছেন, কোনো গাছের শিকড় যদি

২০২০

ভেঙে গেলেও তার শিকড় থেকে গাছ আবার বেড়ে ওঠে। তেমনি মানুষের লোভ যদি ধ্বংস করতে না পারে তাহলে বিভিন্ন সময়ে লোভ নামক শত্রুটি বেড়ে ওঠে। এতে মানুষের অনেক ক্ষতি করতে পারে। ঘাস ও আগাছার কারণে যেমন জমি অনুর্বর হয়। আর মানুষের অন্তর কলুষিত হয় রাগ, লোভ ও হিংসার কারণে।

পরিবেশ–প্রকৃতিতে বুদ্ধ শুধু গাছ–পাতা–লতা ইত্যাদির কথা বলেননি। প্রকৃতি থেকে জন্ম নেয়া সকল প্রাণীর কথাও তিনি গভীর মমতা দিয়ে অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন, দীর্ঘ, বৃহৎ, মাঝারি, ছোট অথবা ক্ষুদ্র যেসব প্রাণী আছে অথবা যে সকল প্রাণী দেখা যায়; আর যে সকল প্রাণী দেখা যায় না; যারা দূরে বাস করে বা কাছে বাস করে; যারা জন্মেছে বা জন্মাবে তারা সকলেই সুখে থাকুক। কী সুন্দর মানবিক উক্তি ভাবলে অবাক হতে হয়।

এ ছাড়াও প্রকৃতির সকল উপাদানের রক্ষা করার প্রতি ছিল বুদ্ধের সচেতন দৃষ্টি। কারণ বুদ্ধ বুঝেছিলেন বৃক্ষ কেবল নিসর্গ প্রকৃতির শোভা নয়। তা মানুষের জীবনের অপরিহার্য অংশ। পশুপাখিরাও তাদের নিজস্ব পরিবেশে জন্ম নেয়।

মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের ভূমিকা অসাধারণ। তাই তো বলা হয় বৃক্ষহীন পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। দেশের বনাঞ্চল প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে জনগণকে সচেতন ও সম্পৃক্ত করতে হবে। দেশে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন সৃষ্টি করতে হবে।

বুদ্ধের সময়েও বৃক্ষরোপণের প্রবণতা ছিল। ধ্যানের জন্য নির্জন বন ও শান্ত পরিবেশ উত্তম। রাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ নানা বিহার ও আবাস নির্মাণ তৈরি করেছিলেন ছায়াঘেরা বন–বনাঞ্চলে। যেমন জেতবন বিহার, বিশাখারাম, আম্রকানন বিহার, বেণুবন বিহার প্রভৃতি। এই সব বিহারের সাথে উদ্যান, পুকুর, পানীয় জলের কূপ থাকত। সেই সাথে পুরো বিহার এলাকায় থাকত নানা রকমের গাছপালা। প্রার্থনা হলের সামনে থাকত নানা জাতের ফুলের বাগান। এ ছাড়া নানা রকম ঔষধি গাছের লতা–পাতা, গুল্ম, ফুল–ফলাদিও থাকত। কারণ তখন প্রকৃতিতে উৎপন্ন গাছ পালা–লতা–পাতা মুল ইত্যাদিই বিভিন্ন রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হতো। মহাবর্গ গ্রন্থে বুদ্ধ চর্বি, নবনীত, তেল, মধু ও গুড় এই পাঁচ প্রকার ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা বলেছেন।

বুদ্ধের চিকিৎসক ছিলেন ভেষজ বিশারদ জীবক। তিনি বলেছেন পৃথিবীতে যত গাছ–লতা–গুল্ম–মূল আছে সবই ভেষজ। ব্যবহৃত লতা–পাতার মধ্যে ছিল নিমপাতা, তুলসী পাতা, কার্পাস পাতা। আর ফলের মধ্যে ছিল হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পিপুল, মরিচ,

প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বলিত জীব বৈচিত্র্যের দৃশ্য

বিড়ঙ্গ প্রভৃতি। তাহলে আমাদের জানতে হবে নানা বৃক্ষরাজি, লতা-পাতা, ফল-ফুল আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী ভেষজও বটে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফলের গুণ অনেক বেশি।

বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণবাদীরা বনাঞ্চল সৃষ্টি ও রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃতি ও পরিবেশকে রক্ষার ভাবনা বুদ্ধের সময় যেমন ছিল তেমনি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাজার আমলেও লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের তথা জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য আদেশ জারি করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল রাজ্যে কোনো গাছ কাটতে হলে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। পশুপাখি নিয়ে নানা ধরনের নিষ্ঠুর খেলার নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল। এ ছাড়া যাগযজ্ঞ ও রাজকীয় ভোজনের জন্য পশু বধের রীতিও তিনি নিষিদ্ধ করেন।

পরিবেশ সংরক্ষণের দায়িত্ব কেবল সরকার কিংবা কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষের নয়; দায়িত্ব সকল নাগরিকের, প্রতিটি ব্যক্তির। যারা অজ্ঞানবশত পরিবেশ দূষণে যুক্ত হচ্ছেন তাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। যারা অতি মুনাফার লোভে জেনে শুনেও পরিবেশ ধ্বংসে করার কাজে যোগ দিয়েছেন তাদেরও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। আর পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে যখন প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করে তখনই তা আমাদের কাছে

প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসাবে নেমে আসে। এর ফলে পৃথিবীতে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা এবং ভূমিকম্পের মতো মারাত্মক দুর্ঘটনাগুলো ঘটে থাকে। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের এর কারণ সম্পর্কে প্রথমে সচেতন হতে হবে। এর সাথে সাথে অন্যান্য প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বর্তমানে জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্পের করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হবে। সচেতনতা ও প্রস্তুতি সম্পর্কে সকলে ধারণা থাকতে হবে। দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রাণ কাজ সম্পর্কে সকলের সচেতন ও তৎপর হওয়া কর্তব্য।

অনুশীলনী

ক. সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দাও :

১. প্রকৃতির মধ্যে কয়টি মৌলিক উপাদান রয়েছে?

ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

২. ভৈষজ্যের কথা কোন গ্রন্থে আছে?

ক. ধর্মপদে খ. মহাবর্গে
গ. জাতকে ঘ. খুদ্দক পাঠে

৩. বুদ্ধের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের নাম কী ছিল?

ক. জীবক খ. জনক
গ. সীবক ঘ. সরক

৪. বুদ্ধ কত প্রকার ভৈষজ্যের কথা বলেছেন?

ক. পাঁচ খ. সাত
গ. দশ ঘ. বার

খ. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. প্রকৃতির মধ্যে চারটি .... উপাদান রয়েছে।
২. পশুপাখিরাও তাদের .... পরিবেশে জন্ম নেয়।
৩. পরিবেশ রক্ষায় .... ভূমিকা অসাধারণ।
৪. প্রার্থনা হলের পাশে থাকত নানা জাতের .... বাগান।
৫. পশুপাখি নিয়ে নানা ধরনের .... খেলার নিয়ম নিষিদ্ধ ছিল।
৬. জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে পরিবেশের .... নষ্ট হবে।

২০২০

গ. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশের মিল কর

বাম	ডান
১. প্রকৃতি ও পরিবেশে	১. পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে।
২. বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির ভিত্তি	২. রক্ষার জন্য আদেশ জারি করেছিলেন।
৩. বুদ্ধের সময়ও বৃক্ষরোপণের	৩. মানুষ বেঁচে থাকে।
৪. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ফলের	৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ।
৫. সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের তথা জীব বৈচিত্র্য	৫. প্রবণতা ছিল।
৬. জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হলে	৬. গুণ অনেক বেশি।
	৭. ধারণা লাভ করতে হবে ।

ঘ. নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

১. বৌদ্ধ মতে প্রকৃতির মধ্যে মৌলিক চারটি উপাদান কী কী?
২. ধ্যানের জন্য বুদ্ধ কোন স্থানকে উত্তম বলেছেন?
৩. পরিবেশের ওপর কী নির্ভর করে?
৪. কয়েকটি ভেষজ লতা–পাতা ও ফলের নাম লেখ।
৫. জীবক কে ছিলেন?
৬. বনরাজি বেষ্টিত কয়েকটি বিহারের নাম লেখ?

ঙ. নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. প্রকৃতি ও পরিবেশ মানুষের জন্য কী উপকার সাধন করে বর্ণনা দাও।
২. ভৈষজ্য সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
৩. জগতে জীব–বৈচিত্র্যের প্রয়োজন কেন বর্ণনা দাও।
৪. প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধর?
৫. সম্রাট অশোক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কী করেছিলেন?
৬. বুদ্ধ ছায়াযুক্ত শান্ত পরিবেশকে পছন্দ করতেন কেন বর্ণনা দাও?

সমাপ্ত

২০২০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৪র্থ-বৌদ্ধধর্ম

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

প্রাণিহত্যা মহাপাপ

–গৌতম বুদ্ধ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য